চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 June, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ জুন, ২০২০ ইং ■ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

একই দিনে ৮২ জন রোগীর তথ্য, সংখ্যা বেড়ে ১০৪৬, সক্রিয় ৭২৬

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ সহস্র অতিক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। ত্রিপুরায় এক দিনে আরও ৪৫ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এ নিয়ে একদিনে ৮২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, আজ কোভিড-১৯ নেগেটিভ আসায় ৩৭ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাতে, বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১, ০৪৬। তাঁদের মধ্যে ৭২৬ জন করোনা সংক্রমিত সক্রিয় রয়েছেন।

শনিবার দিনের শুরুতেই করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সকালে এক টুইট বার্তায় বলেন, আজ ২১০টি নমুনা পরীক্ষায় ৩৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের মধ্যে সিপাহিজলা জেলায় ৩৪ জন এবং গোমতি জেলায় ৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

রাতে পুনরায় তিনি টুইট বার্তায় জানান, আরও ৪৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ১, ৮৬০টি নমুনা পরীক্ষায় তাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, নতুন চিহ্নিত করোনা আক্রান্ত সকলের বহিঃরাজ্যে সফরের তথ্য রয়েছে। এদিন তিনি করোনা সংক্রমিতদের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, ওই ৪৫ জনের মধ্যে সিপাহিজলা জেলার ৪৪ জন এবং পশ্চিম জেলার ১ জন বাসিন্দা।

প্রসঙ্গত, আজ ত্রিপুরায় ২, ০৭০টি নমুনা পরীক্ষায় ৮২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,০৪৬। তাঁদের মধ্যে ৭২৬ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রয়েছেন। কারণ, আজ ৩৭ জন করোনা আক্রান্তের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে এবং তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সিপাহিজলা জেলায় সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। অন্যদিকে, আক্রান্তের নিরিখে ধলাই জেলা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। নতুন করে করোনা আক্রান্তদের জেলাস্তরে কোভিড কেয়ার সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী টুইট বার্তায় আরও জানান, আজ কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় ৩৭ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তিনি করোনা আক্রান্তদের সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের কৃতিত্ব দিয়ে তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বাকি করোনা আক্রান্তদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী

এদিকে, দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে শীর্ষ পর্যায় বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দফতরের শীর্ষ আমলারা।

পরে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জারি হওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে বৈঠকে দেখা গিয়েছে যে দেশের মোট আক্রান্তের সংখ্যার মধ্যে দুই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দু'বেলা ভাতের ব্যবস্থা হচ্ছে না কিস্তির টাকা নিয়ে চিন্তিত ঋণ গ্রহিতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। আরোহন,সাথী,ভিলেজ নামে মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির বিরুদ্ধে মহিলাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। কৈলাশহর পৌর পরিষদের ১৪ নং ওয়ার্ডের দুর্গাপুরে শনিবার দুপুরে ১০০ মহিলা মিলিত হয়ে আরোহন, সাথী মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি যেভাবে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

মহিলাদের বক্তব্য হল তারা বিভিন্ন মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণ পরিশোধও করছিলেন। হঠাৎ করে অতিমারী করোনা ভাইরাসের কারণে লক ডাউনে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় মহিলাদের বিভিন্ন মাইক্রোফাইন্যান্স থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। মহিলারা বলছেন তারা ঠিকমতো দুই বেলা ভাত খেতে পারছেন না। এই অবস্থায় ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাই মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানির কাছে তাদের আবেদন ন্যূনতম ছয় মাস পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের কাছে না আসার জন্য।

প্রতাপগড়ে টিনের ছাউনি কেটে দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এডিনগর থানা এলাকার পশ্চিম প্রতাপগড়ে গতকাল রাতে একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে দোকানের মালিক অইভর্জি' নাগ দোকান খুলতে এসে চুরির ঘটনা লক্ষ্য করেন। দোকানের সমস্ত জিনিস পত্র তছনছ করে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে।

দোকানে নগদ ৫২ হাজার টাকা ছিল। টাকাও নিয়ে গেচে। দেড় লক্ষাধিক টাকার বিভিন্ন সামগ্রী হাতিয়ে নিয়েছে চোর। দোকান মালিক অভিজিৎ নাগ জানান, টিনের ছাউনি ও সিলিং কেটে চোর দোকানের ভিতরে ঢুকেছে। দোকান মালিকের ধারনা স্থানীয় কেউ এই ঘটনায় জড়িত রয়েছে। তবে কারো নাম ধাম তিনি জানাতে পারেননি। এব্যাপারে এনিগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার কিংবা চোর আটকের তিনি খবর নেই। দুঃসাহসিক চুরির ঘটনার এলাকার জনগণ রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশী টহল ব্যবস্তা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

চরিত্র নিয়ে সন্দেহের বশে স্ত্রীকে কুপিয়ে ঘায়েল করে পালিয়ে গেল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। বামুটিয়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গণেশ মণ্ডল। বর্তমান বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তিনি। অভিযোগ শনিবার ভোররাতে তার স্ত্রী অঞ্জনা সরকারের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন যাবৎ গণেশ মণ্ডল তার স্ত্রীকে চারিত্রিক ভাবে দোষারোপ করে সন্দেহ করত। প্রতিনিয়ত শারীরিক নির্যাতন করত বলেও অভিযোগ। এই কারণে বিয়ের এক বছর পরই স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে মামলা করতে হয়েছিল।

পরবর্তী সময় দুই পক্ষের মীমাংসা হলে আবার স্বামীর সাথে সংসার শুরু করে অঞ্জনা। এরপরও তার সন্দেহবশত স্ত্রীর উপর নির্যাতন জারি ছিল। শনিবার ভোররাতে আচমকাই সে স্ত্রীর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় বলে স্ত্রীর অভিযোগ। শুরু হয় দুজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি। এই সুযোগে অস্ত্র ফেলে দিয়ে স্ত্রীর গলা চেপে ধরে গণেশ। এই অবস্থায় স্ত্রীর বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত লাগে। পরবর্তী সময়ে অঞ্জনার দুই ছেলে ছুটে এসে মাকে বাঁচায়। এই সুযোগে পালিয়ে যায় গণেশ মণ্ডল। স্ত্রী অঞ্জনা সরকার প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাবার বাড়িতে চলে যান। পরবর্তী সময়ে শনিবার বিকেলে পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১১ দফা দাবীতে কৈলাসহরে কংগ্রেসের মানব বন্ধন ১৫ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। আগামী ১৫ জুন কৈলাসহরে মানববন্ধন করবে জেলা কংগ্রেস। এই মানববন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে শনিবার কৈলাশহর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে মহাদেব বাড়িতে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বর্ধিত সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১৫ জুন ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কৈলাশহর কংগ্রেস ভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে জেলা কংগ্রেস। ১১ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে কৈলাশহর এর উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা, বন্ধন আরোহন সাথী ইত্যাদি মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলি যাতে মানুষের ছয় মাস পর্যন্ত ঋণ আদায়ে চাপ সৃষ্টি না করেন। বাইরের রাজ্যে যারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন বা যারা বাড়িতে এসেছেন তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জট রেখে খুলল আগরতলা আইসিপি, ২৪ জন ফিরে গেছেন বাংলাদেশের নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। জট রেখেই খুলল আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট। বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি শুরু হয়নি। তবে সে-দেশের নাগরিকদের ফিরে যাওয়ার জন্য আগরতলা আইসিপির ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে। শনিবার আগরতলা আইসিপি দিয়ে ২৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক ফিরে গেছেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। তাদের সংস্পর্শে গিয়ে ৬ জন বিএসএফ জওয়ান, একজন চিকিসক সহ ৯ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন। ফলে গত ৭ জুন থেকে আগরতলা আইসিপি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এতে দুই দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি,

বাংলাদেশের নাগরিকরাও দেশে ফিরে যেতে পারছিলেন না।

আজ আগরতলা আইসিপি খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, পণ্য আমদানি এখনও শুরু হয়নি। কারণ, ব্যবসায়ীদের কাছে এ-বিষয়ে কোনও খবর নেই। ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায় বলেন, আগরতলা আইসিপি আজ খুলেছে ঠিকই, কিন্তু পণ্য আমদানি নিয়ে সরকারিভাবে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। তাই এখনই আগরতলা আইসিপি দিয়ে পণ্য আমদানি করা সম্ভব নয় বলেই আমরা ধরে নিয়েছি।

এদিকে, আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি-রফতানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহম্মদ শফিকুল ইসলাম এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগামী মঙ্গলবারের পর ত্রিপুরায় রফতানি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা এখনই রফতানির জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

এদিন আগরতলা আইসিপি দিয়ে ২৪ জন বাংলাদেশি নাগরিক ফিরে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ২ শিশু, ৬ জন মহিলা ও ১৬ জন পুরুষ রয়েছেন। এদিকে, আগরতলা আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ায় অনিশ্চিয়তা দেখে ৮ জন বিমানে কলকাতা গিয়ে বেনাপোল হয়ে ফিরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাই ফাস্ট ফুডের দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জুন।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি ফাস্ট ফুডের দোকান। শনিবার ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ গকুলনগরস্থিত টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনায় স্থানীয় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

বিশালগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ ভোরে টিএসআর ক্যাম্পের গেট সংলগ্ন বিমল দাসের ফাস্টফুড দোকানে আগুন দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন জওয়ানরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে কমিটি গঠিত রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা, বিদ্যালয় পুনরায় খোলা এবং অসমাপ্ত পরীক্ষা গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিতে শিক্ষা দফতর একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্য। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের নেতৃত্বে ওই কমিটিতে রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন এবং বর্তমান সভাপতি, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষাসচিব, দুই শিক্ষা অধিকর্তা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিক।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, খুব শীঘ্রই ওই কমিটির বৈঠকে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং বিদ্যালয় পুনরায় চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি, অসমাপ্ত পরীক্ষা গ্রহণেও সিদ্ধান্ত হবে। তাঁর দাবি, শিক্ষা দফতর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে অসমাপ্ত পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছে। বিদ্যালয় পুনরায় চালুর ক্ষেত্রেও প্রস্তুত দফতর। কিন্তু বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বলেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, গত মে মাসেই কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে ত্রিপুরায় পুনরায় বিদ্যালয় চালু করা এবং অসমাপ্ত পরীক্ষা গ্রহণে প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করেছি। কিন্তু নতুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা গ্রহণ আবারও পিছিয়ে গেছে। তাঁর দাবি, গত ৬ জুন থেকে অসমাপ্ত পরীক্ষা গ্রহণে সূচি স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে অসমাপ্ত পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, সিবিএসই পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে।

তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার সবুজ সংকেত দেওয়ার সাথে সাথেই অসমাপ্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি এ বছর বিদ্যালয় মাসাধিককাল সময় ধরে বন্ধ থাকায় সিলেবাসও কমানো হবে। তাতে ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপ কমবে বলে মনে করেন তিনি।

বিনা অনুমতিতে জমায়েত, গ্রেফতার চাকরিচ্যুত শিক্ষক, আদালতে জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। বিনা অনমুতিতে বিক্ষোভ সভা এবং রাস্তা অবরোধের জন্য চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক কমল দে-কে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। আজ শনিবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করে জেল হেফাজতের আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু আদালত কমল দে-র জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছে।

এ-বিষয়ে এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন, গতকাল সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে একাংশ চাকরিচ্যুত শিক্ষক বিনা অনুমতিতে জমায়েত এবং রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমল দে। ওই ঘটনায় এনসিসি থানা একটি সুয়োমুটো মামলা নিয়ে কমল দে-কে গ্রেফতারের পর আজ আদালতে সোপর্দ করেছিল। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২০ বি, ৩৫৩, ২৮৩, ২৭০, ৫০৬ ধারা, ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্ট-র ধারা ৮২ এবং এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট-এর ৩ ধারায় মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। আজ আদালতে পুলিশ কমল দে-র জেল হেফাজতের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু, আদালত তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

এ-বিষয়ে কমল দে-র আইনজীবী হরেকৃষ্ণ ভৌমিক বলেন, শিক্ষকতার চাকরি হারিয়ে আজ ত্রিপুরার প্রচুর মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তাঁদের সংসার প্রতিপালন, জীবনজীবিকা নির্বাহ দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা দাবি আদায়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে নেমেছিলেন। তার জন্য কাউকে এভাবে গ্রেফতার করা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উচিত হয়নি। আদালতের কাছে তাঁর জামিনের আবেদন জানিয়েছিলাম। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাছ পড়ে মৃত জওয়ানের শেষকৃত্য সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। টাকারজলায় গাছ ভেঙে পড়ে টিএসআর জওয়ানের মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত টি এস আর জওয়ানের নাম নয়দারবাসী ত্রিপুরা। যে ৭ম ব্যাটেলিয়ানে জম্পুইজলা ক্যাম্পে কর্মরত ছিল। এটিএম থেকে টাকা তোলার জন্য যাবার সময় গাছ ভেঙে পড়ে তার উপর। তাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর শনিবার টিএসআর বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহটি নিয়ে যাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি কৃষির সার্বিক বিকাশের উপরই নির্ভর করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। কৃষির সার্বিক বিকাশের উপরই নির্ভর করছে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি। সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারও কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ সচিবালয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের জন্য কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন পর্যালোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে লক্ষমাত্রা নিয়েছেন সেই লক্ষ্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর কি কি কর্মসূচি নিয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন

কর্মসূচি পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দপ্তর কোন কোন শস্য চাষে প্রাধান্য দিচ্ছে, এগুলি চাষ করে কৃষকরা কেমন লাভবান হবেন, উৎপাদন কেমন হবে, উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারমূল্য কিরকম রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কৃষকদের আগে থেকেই অবহিত করতে হবে। তাঁর দাবি, তাতে কৃষকরা উৎসাহিত হবেন। চাষেও তাদের আগ্রহ বাড়বে। দানা শষ্য, ডাল, ইত্যাদি চাষের পাশাপাশি মাশরুম, গোলমরিচ, আদা চাষের ক্ষেত্রেও কৃষকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাথে মৌমাছি পালনেও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

তাঁর মতে, কৃষি ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দপ্তরকে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কতজন কৃষক যুক্ত হবেন, কোন কোন জায়গা চাষের জন্য উপযুক্ত, কিরকম উৎপাদন হতে পারে, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে যথাযথ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের বিস্তারিত কর্মসুচি সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন দপ্তরের অধিকর্তা ড় ডি পি সরকার। দপ্তরের মূল কর্মসূচিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জানান, কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষমাত্রা নিয়ে দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করছে। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কনটেইনমেন্ট জোনে মোবাইল ভ্যানে রেশন সামগ্রী সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। ফুলতলি এবং পান্ডবপুরের মত কনটেইনমেন্ট জোন গুলোতে মোবাইল ভ্যান এর মাধ্যমে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করল পশ্চিম জেলা প্রশাসন। শনিবার পশ্চিম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওই সমস্ত এলাকার প্রায় চার শতাধিক পরিবারের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কনটেইনমেন্ট জোন গুলোতে গিয়ে ভোক্তাদের মধ্যে রেশন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। শনিবার রেশন সামগ্রী বিতরণ এর সময় উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম রাকেশ দাস, খাদ্য পরিদর্শক সুব্রত সাহা অভিজিৎ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এই কর্মসূচি আগামী চার দিন পর্যন্ত জারি থাকবে।কনটেইনমেন্ট জোন গুলিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশেষ অধিবেশনে নেপাল সংসদে পাশ ভারতীয় ভূখণ্ড যুক্ত মানচিত্র সংশোধনী বিল

কাঠমাণ্ডু, ১৩ জুন (হি.স.)।। নেপাল সংসদে পাশ মানচিত্র সংশোধনী বিল। শনিবার নেপাল সংসদের নিম্নকক্ষে বিশেষ অধিবেশনে পাশ হল ভারতীয় ভূ-খণ্ডকে নেপালের মানচিত্রে যুক্ত করার সংবিধান সংশোধনী বিল।

ভারতীয় ভূ-খণ্ডের লিমপিয়াধুর, লিপুলেখ এবং কালাপানিকে যুক্ত করে নয়া মানচিত্র আগেই প্রকাশ করেছে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির প্রশাসন। সংবিধানের তিন নম্বর শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত নেপালের রাজনৈতিক মানচিত্রকে সংশোধন করার জন্য দ্রুত বিলও পেশ করা হয়। আর সেই বিল পাশ করিয়ে নিতে যে ওলি প্রশাসন কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে, তা বোঝা যায় বৃহস্পতিবারের সিদ্ধান্তে। সেদিন জানানো হয়, নয়া বিল সংসদের নিম্নকক্ষে পাশ করতে শনিবার বিশেষ অধিবেশন বসবে। সেইমতো ছুটির দিনেই সংসদের নিম্নকক্ষে বিল পাশ করিয়ে নেয় সরকার।

জানা গেছে এদিন সংসদে উপস্থিত ২৫৮ জন আইনপ্রণেতাই বিলে সমর্থন জানিয়েছেন। পাশাপাশি সংসদের এদিনের আলোচনায় ভারতের থেকে ওই তিনটি অঞ্চলের দখল নেওয়ার জন্য ওলিকে পরবর্তী পদক্ষেপ করার আর্জি জানান একাধিক আইনপ্রণেতা। শনিবারের বিল পাশ নিয়ে ভারতের তরফে আপাতত কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৪১ ▫ ১৪ জুন ২০২০ ইং ▫ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিপন্ন মানুষের কোলাহল

দেশ জুড়িয়া শুধু বিপন্ন মানুষের কোলাহল। তাহারা এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন। ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে তাহারা সেইখানেই আটকা পড়িয়াছেন। বিপন্ন অবস্থায় নিজেদের ঘরে ফিরিয়া যাইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও নিরুপায়। নিরুপায় ঐসব শ্রমিকদের দুরবস্থাকে একটি শব্দবন্ধে চিহ্নিত করিয়া স্বাভাবিকতা দেওয়া হইয়াছে। এরই নাম বর্তমানে পরিযায়ী শ্রমিক। কিভাবে হইল এই শব্দবন্ধুটা? পরিযায়ী তো কিছু বিশেষ পাখির নাম। ঋতু আর উষ্ণতা ভেদে স্থান বদল এর জীবন চক্রই তাহাদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষ? মানুষ কিভাবে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে আখ্যায়িত হইল? বছরের বিভিন্ন সময়ে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াত কি তাহার জীবন চক্রের স্বাভাবিক নিয়ম? তাহাতো অবশ্যই নয়। মানুষকে এমনিভাবে যাতায়াত করিতে হয় জীবিকার তাগিদে। দিনমজুর বা অন্য রকমের পারিশ্রমিক শ্রম বিক্রেতাদের এইটাই ললাট লিখন। এই শব্দবন্ধ তাহাইদেরকে চেনায়। উচ্চশিক্ষার খাতিরে বা ভালো-খারাপ চাকরি নিয়ে যাহারা অন্যত্র থাকেন, মাঝে মাঝে বাড়ি আসেন তাহাদের ক্ষেত্রে এই শব্দবন্ধ কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যাহা প্রযোজ্য নয় তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য হইতেছেন লোকজনেরা। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের রাজ্যে মনরেগার কাজের মজুরি কম, তাই বেশি মজুরির টানে শ্রমিকরা দূরের রাজ্যে কাজের সন্ধানে ছোটাছুটি করিতে বাধ্য হন। অনেকে লেখাপড়া শিখে নাগরিক জীবিকা মারফত উপার্জনের জন্য দূরের রাজ্যে পাড়ি দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই ধরনের লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। নগণ্য এইসব লোকজনদের বাদ দিলে বাকি রইলেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিগত ৩০/৩৫ বছরে জমির হারাইয়া জীবিকা হইতে উচ্ছেদ হইয়াছেন। মানুষ দেশের নয়া কৃষি ব্যবস্থার সৌজন্যে জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত। আবার অনেকেই নদী বাঁধ, রাস্তা তৈরি, নগরায়ন ইত্যাদি কারণে জমি কিংবা প্রাচীন জীবিকা হারাইয়াছেন। তাহারা বাড়ি গ্রাম পরিবার ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহারা যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই তাহাদের অভ্যস্ত করা কাজ পান নাই। যাহাই পাইয়াছেন তাহাই করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা যতই বিপদজনক বা গ্লানিকর হোক না কেন তাহারা কাজ করিয়া জীবন-জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুঃখ দুর্দশাকে মানিয়ে নিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন। ওইসব অংশের মানুষরা গ্রাম উজাড় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন শহরগুলোতে।

যুগের পর যুগ ধরিয়া এইসব পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে কাজ করিয়া জীবন জীবিকা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছেন। তাহাতে তাহারা আত্মমর্যাদার কোন প্রশ্ন তোলেন নাই। আইনগতভাবেও ভারতবর্ষের যেকোনো নাগরিক যে কোন রাজ্যে গিয়া বসবাস করিতে পারিবেন, কাজ করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনো বাধা-নিষেধ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই প্রবণতা চলিয়া আসিলেও বিগত কয়েক মাস ধরিয়া করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত বিপদজনক প্রবণতায় পড়িয়া তাহাদের জীবনযাপন রীতিমতো দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। ভারত সরকারও তাহাদের দায় কোনোভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সেই দায় দায়িত্ব পালন করিতে গিয়াই ভারত সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরাইয়া নিয়া যাইবা জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই দায়িত্ব পালন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ভাগ্য বিড়ম্বনা দূর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

আগামী মঙ্গলবার বৈঠকের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠল জিডিবিড়লা স্কুলের

কলকাতা, ১৩ জুন(হি. স.): আগামী মঙ্গলবার পুর প্রতিনিধি তপন দাশগুপ্তের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই আশ্বাসে অবশেষে শনিবার বিক্ষোভ তুলে নিলেন জি ডি বিড়লা স্কুলের অভিভাবকরা। এই নিয়ে তিন দফায় জি ডি বিড়লা স্কুলের সামনে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাল অভিভাবকরা। এর আগে চলতি মাসেই ১ তারিখ ও ৬ তারিখ একই কারণে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল অভিভাবকরা। এদিন প্ল্যাকার্ড হাতে স্কুলের মূল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা।

অবশেষে এদিন এলকার ওয়ার্ড কো অর্ডিনেটর তপন দাশগুপ্ত আসেন ঘটনাস্থলে। তিনি অভিভাবকদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। তারপরেই তিনি স্কুলের বাইরে এসে জানান আগামী মঙ্গলবার স্কুল কর্তৃপক্ষ বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছেন। এদিকে অভিভাবকদের প্রতিনিধিরা সেই বৈঠকে থাকার জন্য আবেদন জানান। তবে সেই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু জানায়নি। অন্যদিকে এদিন, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ফের একবার জানান, কোনও ভাবেই সরকারি বিদ্যালয় গুলি বাড়তি বেতন নিতে পারবে না। যে পরিমাণ বাড়তি বেতন স্কুল কর্তৃপক্ষ গুলি নিয়েছে সেগুলি ফেরত দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, জি ডি বিড়লা স্কুলের অভিভাবকদের অভিযোগ, সেশন ফি হিসেবে যে পরিমাণ টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষ চাইছে তা এই লোকজনের সময় দেওয়া সম্ভব নয়। পাশাপাশি তাদের আরও দাবি এখন যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসছে না, তাই পরিষেবা বাবদ ধার্য করা বৈদ্যুতিক বিল নানা ফি মকুব করা হোক। পাশাপাশি তাদের আরও দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন অভিভাবকদের সংগঠনের সাথে বসে কথা বলে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই সেই প্রস্তাবে রাজি হচ্ছে না। যার ফলে অভিভাবকদের বিক্ষোভ আরো তুঙ্গে উঠেছে।

করোনা আবহেই রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ বকেয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুজনের

কলকাতা, ১৩ জুন(হি. স.): করোনা অতিমারীর আবহে থমকে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নিয়োগ ব্যবস্থা। কি সঙ্গে থমকে রয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের বিষয়টিও। এই প্রসঙ্গে এবার সরব হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে দ্রুত কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানিয়ে চিঠি দিলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। এই চিঠিতে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের পাশাপাশি অনুমোদন এবং বেতন সংক্রান্ত বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্যে এই চিঠিতে সুজনবাবু লেখেন, 'শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত প্রাথমিক টেট পরীক্ষার আবেদন পত্র ২০১৭ সালে জমা নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত সেই পরীক্ষা বা নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোন কাজই শুরু হয়নি। ইতিমধ্যে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। চরম বিপর্যস্ত হয়েছে শিক্ষিত যুব সমাজ এবং কর্ম প্রার্থীরা। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের কাছে আজও অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে'। এই বিষয়ে কর্মপ্রার্থীদের আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন সুজনবাবু।

একই সঙ্গে তিনি জানতে চেয়েছেন, উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক পদে গত সাত বছর কোন নিয়োগ হয়নি। বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকেও কোনও ইতিবাচক উদ্যোগ নেই নিয়মমতো প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে না। কার অপরাধে শিক্ষিত যুব সমাজে এভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন এই বাম পরিষদীয় নেতা।

এছাড়াও সুজনবাবু অভিযোগ করে লিখেছেন, 'যে সমস্ত অতিথি অধ্যাপকরা ছিলেন তাদের জন্য রাজ্য সরকার ভাতার ঘোষণা করেছিল। তা সত্ত্বেও তাদের সেই ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি কলেজের তরফ থেকে যে ভাতা দেওয়া হতো তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে কার্যত বিনা পারিশ্রমিকে এ কাজ করছেন যে সমস্ত অতিথি অধ্যাপকরা।' সংশ্লিষ্ট বিষয় গুলি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষা দফতর ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি এই বকেয়া সিদ্ধান্তগুলি কে দ্রুত কার্যকরী করার জন্য এদিন মুখ্যমন্ত্রী কে অনুরোধ করেন সুজন চক্রবর্তী।

পাটশিল্পের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়ন

দীপক সাহা

সামনে বিধানসভা ভোটাকে পাখির চোখ করে কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের ৯৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণে কলকাতা তথা পশ্চিমঙ্গের প্রতি মমত্ব দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী পাটশিল্পকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার পক্ষে সওয়াল করেন, বাংলার উৎপাদনের ইতিহাস একমসয় শ্রেষ্ঠ ছিল। সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে 'সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক' বর্জন অভিযান চলছে। এতে তো পশ্চিমবঙ্গের আরও বেশি লাভ। আপনারা পাটের ব্যাগ, প্যাকেজিং মেটিরিয়াল তৈরি করুন। তাতে রাজ্যের ও লাভ দেশেরও লাভ। বাংলা আজ যা ভাবে দেশ তা আগামীকাল ভাবে সেই প্রবাদ হয়ে থাকা বাক্যটি সুকৌশলে উচ্চারণ করে পোড় খাওয়া রাজনৈতিক খেলোয়াড় নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, আমি মনে করি, কলকাতা আবার দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

কিন্তু ভার্চুয়াল ভাষণ ও বাস্তবের মধ্যে কতটা সমতা সেটাও আলোচনা করা প্রয়োজন। পাট উৎপাদনের ইতিহাসে এক সময়ে শ্রেষ্ঠ বাংলার পাটের বর্তমান হালহকিকতা কী একটু দেখা যাক। সরকার চাষিদের জন্য খাতায়কলমে অনেক কিছু করছেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। বাংলার পাটচাষিরা রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে, জলকাদাকে সঙ্গী করে উদয়-অস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ঘরে যে পাট তোলেন তার নায্য মূল্য পাচ্ছেন না। রাজ্যের প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাটচাষি ন্যূনতম দাম পান না। পাটচাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন তাঁরা। অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে হুগলী নদীর দু'পাড়ে ধুঁকতে থাকা পাটশিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকরা প্রতিদিন অভাবের সাথে লড়াই করেন আর প্রতিমুহূর্তে আতঙ্কের মধ্যে কাটান, এই বুঝি কারাখনা গেটে লক আউটের নোটিশ ঝুলিয়ে দিল। গত কয়েক দশক ধরে বাংলার সামাজিকও আর্থিক বিকাশে পাটের ভূমিকা ভুলুণ্ঠিত। লাভের মুখ না দেখা সত্ত্বেও এক প্রকার বাধ্য হয়ে চাষিরা পাটচাষ করেন। করোনা আবহে কাজের অভাব, কাজ হারানো মারাত্মক জায়গায় পৌঁছেছে। যদি শুধু চটকলগুলির কথায় ধরা যায়, তাহলে প্রায় চার লক্ষ চটকল শ্রমিকের সিংহভাগ দু'তিন মাস বেতন পাননি। প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাটচাষি এবং চার লক্ষ শ্রমিক ও স্বনিযুক্ত হস্তশিল্পীর দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, বেদনা রাজনৈতিক দলের তুরুপের 'তাস ক্যাপিটাল'। এবার অবিভক্ত বাংলায় পাটচাষ ও পাটশিল্পের গোড়ার কথা একটু তুলে ধরা যাক। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের আনুকূল্যে এবং নীল ব্যবসায় মন্দী দেখা দেওয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বদান্যতায় অবিভক্ত বাংলায় পাট চাষের সূচনা নীল চাষের মতো জোরজুলুমে বাধ্য হয়ে নয়, বঙ্গদেশের চাষিরা লাবের আশায় স্বেচ্ছায় পাট চাষ করতে শুরু করেন। ১৮২৮ সালে এদেশ থেকে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশে সামাজিক ও অর্থনীতির নতুন মানচিত্র তৈরি হলো। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে বিষড়াতে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ইংরেজ উদ্যোগপতি অকল্যান্ড গঙ্গার অববাহিকায় প্রথম পাটকল স্থাপন করেন। তারপর থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যন্ত পাট শিল্পের অগ্রগতি বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর পাটচাষ ও পাটশিল্পের চিত্রটি আমূল বদলে যায়। স্বাধীনতার উত্তর পর্যায়ে ৮২ শতাংশ পাট চাষের জমি বর্তমান বাংলাদেশের দিকে পড়ে, অন্যদিকে ৯৫ শতাংশ পাটকল পশ্চিমঙ্গের হুগলী তীরে রয়ে যায়। স্বাধীনতার সময় অন্তত ১০৬টি পাটকল হুগলী নদীর দু'পাড়ে অবস্থার করে। কাঁচামালের অভাবে স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের অভাবে স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। সোনালী আঁশের উজ্জ্বলতা ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করে। দেশ বাটোয়ারা পাট শিল্পের উপর এক বিরাট ধাক্কা। পাট শিল্পের দুর্দিন কাটাতে এবং কাঁচামালের অভাব দূর করতে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে নদিয়া, মুশিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উতত্র চবিবশ পরগণা, হাওড়া জেলাগুলোতে পাট চাষের উপর ব্যাপক জোর দেওয়া হয়। ক্রমশ ভারত পাট চাষে স্বাবলম্বী হয়। বর্তমানে হুগলী নদীর দু'পাড়ে ৩৫০ বর্গকিমি জুড়ে ছোট বড়ো মিনিয়ে ৭০-এর বেশি পাটকল অবস্থিত। পাট অন্যতম অর্থকারী ফসল। বৈদেশিক মুদ্রা লাভের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতে ৩০ টি রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালার ম্যধ্য এখন পাটের স্থান ষষ্ঠ। পাটের আঁশের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্য আঁশের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে ব্যবহার করা যায়। বয়ন শিল্পে পাটের বহুবিধ ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে, সুতো, পাকানো সুতো, বস্তা, চট, কার্পেট, পর্দার কাপড়, দেখা যায়। পাটখড়ি পাটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাট আঁশের দ্বিগুণ পরিমাণ পাটকড়ি উৎপন্ন হয়। গ্রামে ঘরের বেড়া, ছাউনি ও জ্বালানি হিসাবে পাটখড়ি ব্যবহৃত হয়। পাটিকল বোর্ড, কাগজের মন্ড হিসাবে পাটখড়ি কাজে লাগে। সংবাদে প্রকাশ, গ্রামীণ মহিলাদের সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে পাটই দয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির পরিকল্পনা এবং তা কম দামে বাজারে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক। প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বস্তা, ছালা, চট ছাড়াও বর্তমানে ১৫০ প্রকারের পাটপণ্য তৈরি হচ্ছে। পাটজাত পণ্য পরিবেশ বান্ধব তাই পরিবেশের স্বার্থে প্লাস্টিক, পলিথিন প্রভৃতির বিকল্প হিসাবে পাটজাত পণ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে পারলে পাটশিল্পে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ন্যাচারাল ফাইবার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করেছে, পাটজাত পণ্যের চাহিদা বিশ্ববাজারে ঊর্ধ্বমুখী। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো ছাড়া জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ ১২০টি দেশে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে যা আমাদের দেশের পাটশিল্পের পক্ষে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে এদিন ফের উঠে আসে 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রসঙ্গ। সেই সূত্র ধরে বলা যায় পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কারণ বিশ্ববাজারে নানাবিধ পাটপন্যের উত্তরোত্তর চাহিদা আমাদের দেশের পাটশিল্পের মানচিত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আর এই সুযোগের সদব্যবহার করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে। চাষিদের আধুনিক বৈজ্ঞানিকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের পর্যাপ্ত উন্নতমানের বীজ, কীটনাশক, সার সরবরাহ ও কৃষিবীমা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসাহিত করা ভীষণ প্রয়োজন। তাছড়া পাটের রোগ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে ব্যাপারে চাষিবাইদের আধুনিকভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। পাটচাষিরা যাতে মধ্যস্বত্বভোগীর পাল্লায় না পড়েন সে ব্যাপারে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। পাটকলগুলিতে মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি পরিবর্তে আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা দরকার। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পাট হলো ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অন্যতম উত্তরাধিকার। পাটশিল্পের বভিষ্যত নির্ভর করছে বৈচিত্রময় পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানির উপর। চাষির স্বার্থকে উপেক্ষা করে পাট শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয়। অল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা, উন্নত বীজ সরবরাহ ও কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে পারলে ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পটি আবার স্বমহিমায় ফিরে আসবে। পাটশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সরকার মালিক ও শ্রমিকদের সম্মিলিতভাবে গঠনমূলক সদর্থক ভূমিকা নেওয়া আশু প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদি সুপরিকল্পিত নীতিমালা তৈরি ও তার বাস্তব প্রয়োগের দিকে নজর দিতে হবে। তবেই আত্মনির্ভর ভারতে শ্রমির ও চাষির মুখে হাসি ফুটবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

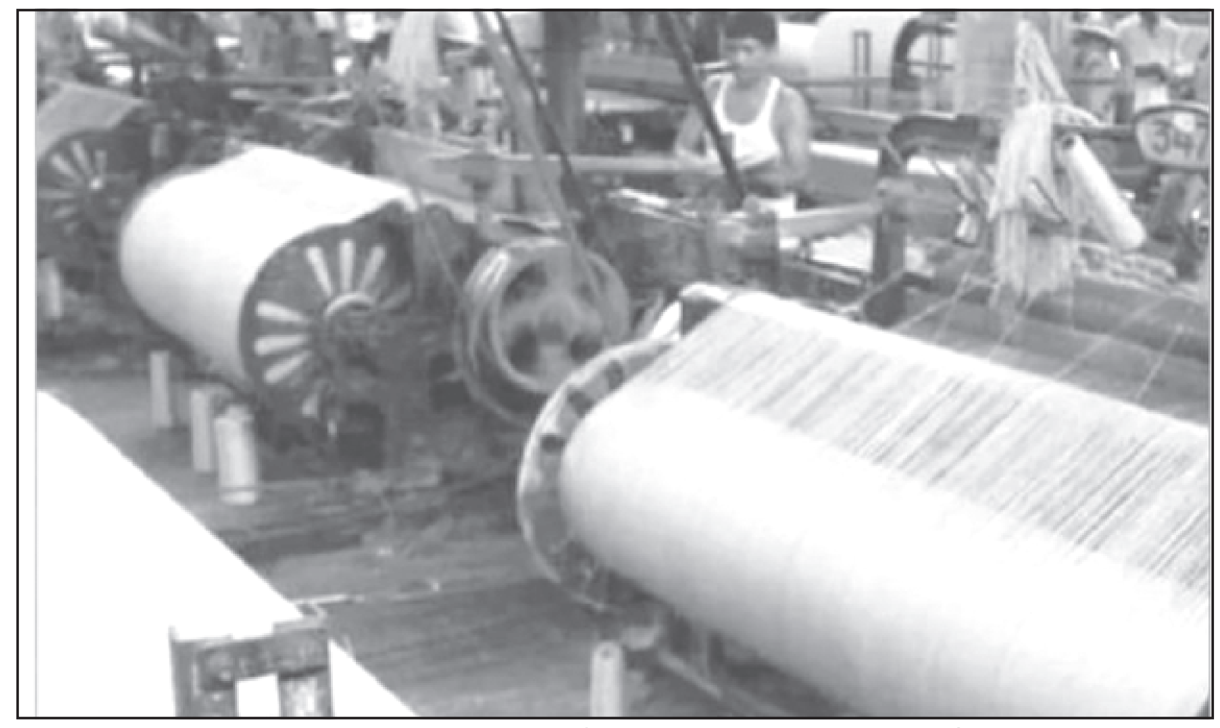

যুদ্ধ মনে রাখি, কিন্তু মহামারি ভুলে যাই ঃ কেন এই নির্বাচিত বিস্মৃতি?

শোভনলাল চক্রবর্তী

সামাজিক স্মৃতি কী ভাবে বেছে বেছে তৈরি হয় এই রহস্য সত্যি প্রমাণিত হয়েছে যে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মানবসভ্যতা তার সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করে, এই ধারণাটা আসলে ঠিক নয়। রূঢ় বাস্তব হল, আমরা বাছা বাছা কথাই মনে রাখি। আমাদের যৌথ স্মৃতি বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করে, অতীত বিপর্যয় থেকে পাওয়া শিক্ষা অতি দ্রুত বিস্মৃত এই আমরা। প্রথমে বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), বলশেভিক বিপ্লব (নভেম্বর ১৯১৭) জালিয়ানওয়ালাবাগের (এপ্রিল ১৯১৯) কথা মনে রাখি,কিন্তু একই সময়কালের মধ্যে ঘটে যাওয়া স্প্যানিশ ফ্লু- এর ব্যাপারে আমাদের প্রায় কারও কোনও ধারণাই নেই। অথচ ১৯১৮ থেকে ১৯২০ -র মধ্যে সেই ফ্লু-এ গোটা বিশ্বে পাঁচ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর মধ্যে উপরের দিকে ছিল ভারত। এখানে মৃত্যুর কোনও সঠিক খতিয়ান নেই, তবে মহামারি বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় দু'কোটি, অর্থাৎ সেই সময়ের ভারতের মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ। এটাই সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ানক মহামারি। এই ফ্লু-এ প্রাণ সংশয় হয়েছিল মহাত্ম গান্ধীর। যথাযথ যত্ন ও সঠিক পথ্য তাঁকে বাঁচিয়ে দেয়। তা না হলে হয়ত ইতিহাসের গতির অভিমুখ বদলে যেত। গান্ধী বেঁচে গিয়েছিলেন বটে, তাঁর লক্ষাধিক সহনাগরিক কিন্তু বাঁচেননি। এর বেশির বাগটাই বিস্মৃত, তবে দেখা গিয়েছে নিকট অতীত মানুষ ভোলে না, ক্ষমা ও করে না। ১৯১৮-২০ -তে ভারতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভেঙে পড়া এবং অতিমারির হাত থেকে নাগরিকদের বাঁচাতে ব্রিটিশ প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার তাদের আধিপত্যের পালিশ অনেকটাই মুছে যায়। ভারতীয়দের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই প্রথমবার জনতা বুঝতে পারে যে শাসক তাদের বঞ্চনা করছে। ইতিহাসবিদদের মতো শাসকের প্রতি একটা বিরাট মানসিক পরিবর্তনের এটাই ছিল সূত্রপাত। মানুষ যুদ্ধ ভোলে না কেন? মনোবিদের মতে মানুষ যুদ্ধকে মনে রাখে, কারণ তা আমাদের নায়ক এবং জয়ের কাহিনী শোনায় বলে। মহামারির তো নায়ক নেই। শুধু আছে অদেখা, অদৃশ্য একটা শক্তি যা গণহারে মৃত্যু ঘটায়। যুদ্ধ বা রাজনৈতিক অভ্যুত্থান যখন হয়, তখন বেশির ভাগ মানুষের জীবনই স্বাভাবিক ভাবেই চলে। এতে মৃত্যু ও হিংসা সত্ত্বেও বিপরীতে, মহামারি আমাদের সকলকেই বন্দি করে। তবু যেন তত কিছু পাল্টায় না। 'দ্য প্লেগ' উপন্যাসে আলবেয়ার কামু লিখেছিলেন, অনেকেই আশা করেছিল যে মহামারি চলে যাবে এবং তারা তাদের পরিবার সহ বেঁচে যাবে। তাই এখনও অবধি তারা জিদের অভ্যাসে কোনও পরিবর্তন আনার কথা ভাবেনি। প্লেগ যেন অনাহুত এক অতিথি যেমন আকস্মিক ভাবে সে এসেছিল,তেমন ভাবেই যেন তার চলে যাওয়ার কথা। বহু জায়গায় বহু সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অতিমারির বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। মানুষ সুযোগ পেলেই বাজারও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে ভিড় জমায় ধাক্কা ধাক্কি করে। যেন সচেতন ভাবেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়মগুলো ভুলে যেতে চায়। তাই বিশ্বের সর্বত্র লোকের একই রকমের অবিবেচক আচরণ। যেন মহামারি বলে আসলে কিছু নেই। ১৯১৮-এর স্প্যানিশ ফ্লু মহামারির চেহারা যখন ভয়ংকর আকার ধারণ খরেছে সেই সময়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে ফেস মাস্ক পরার প্রতিবাদে সংগঠিত হয় এক বিরাজ জনসভা, যেখানে যোগ দেন হাজার হাজার মানুষ। মহামারি ও মাস্ক পরার চোটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। প্রতিবাদের পর সকলে মাস্ক পরিত্যাগ করেন। তার পরেই ঘটল গণহারে মৃত্যু। কি অদ্ভুত মিল দেখুন, বর্তমানে করোনা অতিমারির সময়েও ওই মার্কিন মুলুকেই একই ধরণের প্রতিবাদ হচ্ছে। সেখানকার বিভিন্ন শহরের মলে মাস্ক পরতে বলায় ক্রেতাদের হাতে হেনস্তার শিকার হয়েছেন মলের কর্মীরা। কোথাও আবার সরকারি লকডাউনের বিধিনিষেধের বিপক্ষে প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি দিয়ে রাস্তা দখল করেছেন অস্ত্রধারী নাগরিকেরা। বিশ্ব জুড়ে বহু শহরেই প্রকাশ্য সামাজিক দূরত্বের বিধি অমান্য করছেন মানুষ। অনেক শহরে নিয়মিত হুল্লোড়-ফুর্তিতে ব্যস্ত যুব সমাজ। ভারতে যে লকডাউন চলছে, তাতেও রয়েছে বিস্তর ফুটো ফাটা। সেসব আমাদের চোখের সামমেই হচ্ছে, সুতরাং সেসব কথা নতুন করে লেখার কিছু নেই। ১৮৬৭ সালে বাংলায়। যখন কলেরা মহামারি তুঙ্গে ওঠে, তখন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করার চেষ্টা করে ব্রিটিশ প্রশাসন, কিন্তু ব্যর্থ হয়। প্রচুর তীর্থযাত্রী মারা যাচ্ছিলেন, রোগ ও ছড়াচ্ছিল ওই পথেই। তীর্থযাত্রা বন্ধ করতে সরকারের সেই আবেদন কী ভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, সে বিষয়ে পরে লিখেছিলেন ইতিহাসবিদ উইলিয়াম হান্টার, তাঁর এনালস অফ রুরাল বেঙ্গল গ্রন্থে, মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার কোনও ইচ্ছা নেই এ কথা জানিয়েও জনতার কাছে আবেদন করেছিলেন ভাইসরয়। তিনি বলেন যে জগন্নাথে তীর্থযাত্রার ফলে যে বিপন্নতা, রোগ ও মৃত্যু ঘটছে তা ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু বাংলার প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকেই যে উত্তর আসে, তাতে আশার আলো দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্য নজরদারি এবং কোয়ারান্টিনের প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকে না, যা প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারে। তুবও বাংলায় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। সেটা সবে শুরু। সক্কাগামী মুসলমান তীর্থযাত্রারা এই রোগ আরবে নিয়ে যান, যেখান থেকে তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু তীর্থযাত্রায় ছেদ পরেনি। কি চিত্রনাট্য হুবহু মিলে যাচ্ছে কিনা এবারের করোনা সংক্রমণের সঙ্গে? এবারের করোনা সংক্রমণের সঙ্গে? এখানে আবারও 'দ্য প্লেগ' থেকে একটা অনুচ্ছেদ তুলে ধরতে হয়—এই ক্ষেত্রে আমাদের নাগরিকেরা বাকি সকলের মতোই নিজেগেকর নিয়ই বিভোর, অন্যভাবে দেখলে, তাঁরা মানবতাবাদী তাঁরা মহামারিতে বিশ্বাস করেন না। মানুষের পক্ষে মহামারি পরিমাণ করা সম্ভব নয়, অতএব আমরা নিজেরা নিজেদের বলি যে মহামারি আসলে মনের ভুত, একটা দুঃস্বপ্ন, যা ক্রমে কেটে যাবে। কিন্তু আসলে তা সব সময় কেটে যায় না— একটা দুঃস্বপ্ন তেকে আর একটা দুঃস্বপ্নে পৌ মানুষ। সবচেয়ে আগে পৌঁছন মানবতাবাদীরাই, কারণ তাঁরা কোনও সতর্কতা অবলম্বন করেন না। আজকের বিশ্বে মানবতাবাদীদের সংখ্যা প্রচুর। এ রকম লোকও প্রচুর আছেন, যাঁরা কিছুতেই অভ্যাস পাল্টাবেন না। তাঁদের জীবনযাত্রা অলঙঘনীয় জীবনযাত্রা হতে পারে, মুসলমান দুনিয়ার যৌথ ধর্মানুরাগ হতে পারে, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে বিচিত্র জাতের মাংস খাওয়ার চল হতে পারে। কোন জিনিসটা সমাজ অগ্রাহ্য করে এবং তার পর হিসেব কষে ভুলে যায়, সেই পদ্ধতি বোঝার কোনও চেষ্টা এখনও পর্যন্ত হয়নি। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ইনস্টিটিউট বলে, নির্বাচিত বিস্মৃতি আসলে যৌথ স্মৃতি নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়ার অংশ। তবে একন পর্যন্ত এটা কেউ উদ্ধার করে উঠতে পারেননি যে মানবসভ্যতা কোন জিনিসটা কখনও মনে রাখাবে বলে ঠিক করছে এবং কেন বাকিটা যৌথ বিস্মৃতিতে ঠেলে দিচ্ছে। সেটা জানা গেলে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান পাঠের এক নতুন ধারার জন্ম হবে। 'দ্য প্লেগ' -এর কামু লিখেছিলেন, সবাই জানে যে মহামারি পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তবু হঠাৎ নীল আকাশ থেকে আসে, কিন্তু তবু হঠাৎ নীল আকাশ থেকে এমন একটা কিছু মাথায় ভেঙে পড়বে এটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। এই অবিশ্বাসই কি শেষমেশ বিস্মৃতির কারণ হয়ে ওঠে? উত্তর কিন্তু হাওয়ায় উড়ছে।

> এই ক্ষেত্রে আমাদের নাগরিকেরা বাকি সকলের মতোই নিজেদের নিয়েই বিভোর, অন্যভাবে দেখলে, তাঁরা মানবতাবাদী তাঁরা মহামারিতে বিশ্বাস করেন না, মানুষর পক্ষে মহামারি পরিমাপ করা সম্ভব নয়, অতএব আমরা নিজেরা নিজেদের বলি যে, মহামারি আসলে মনের ভূত, একটা দুঃস্বপ্ন, যা ক্রমে কেটে যাবে। কিন্তু আসলে তা সব সময় কেটে যায় না—একটা দুঃস্বপ্ন থেকে আর একটা দুঃস্বপ্ন পৌঁছায় মানুষ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাওয়ের সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সিআইডি তদন্তের নির্দেশ গৌহাটি হাইকোর্টের

হাফলং (অসম), ১৩ জুন (হি.স.) : সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড নিয়ে এবার গৌহাটি হাইকোর্ট সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল। সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাইর দাখিল করা রিট আবেদনের ভিত্তিতে গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বা, বিচারপতি সৌমিত্র শইকীয়ার ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই মামলার শুনানি গ্রহণ করে এই হত্যাকাণ্ডের সিআইডিকে দিয়ে তদন্ত করার জন্য রাজ্যের পুলিশ প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্তকে নির্দেশ দিয়েছে। সন্তোষ হোজাই খুনের তদন্ত হচ্ছে সম্পূর্ণ গৌহাটি হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে। গত ৪ মে এই খুনের মামলা নিয়ে তদন্ত করতে এসআইটি গঠন করতে রাজ্যের পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছিল গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বা ও বিচারপতি সৌমিত্র শইকিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের পুলিশ প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত দক্ষিণ অসম রেঞ্জের জিআইজি দিলীপ কুমার দে-র নেতৃত্বে এসআইটি গঠন করে দিয়েছিলেন। শুক্রবার এসআইটি-র প্রধান সন্তোষ হোজাই খুনের তদন্ত নিয়ে এক শপথনামা গৌহাটি হাইকোর্টে দাখিল করেন।

শপথনামায় ডিআইজি উল্লেখ করেছেন, সন্তোষ হোজাইর অপহরণ ও খুনের পিছনে পুলিশ অফিসার সূর্যকান্ত মরান (ডিমা হাসাওয়ের বিদায়ী ডিএসপি) জড়িত রয়েছেন বলে সন্তোষের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাছাড়া এই তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ডিএসপি-র পিএসও, গাড়ির চালক সবাইকে। এমন-কি প্রাক্তন জঙ্গি নেতা সহ আরও অনেককে এই খুনজনিত ঘটনার তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। শপথনামায় ডিআইজি আরও উল্লেখ করেছেন, সন্তোষ হোজাই খুনের যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত হয় তার জন্য ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।

তাছাড়া যেখান থেকে সন্তোষ হোজাইর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, সে জায়গায় এসআইটি-র দল গিয়ে সেখানকার মাটি নিয়ে তা পরীক্ষার জন্য এবং সিসিটিভি ফুটেজ ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য। এছাড়া এসআইটির তদন্তে কর্তব্যে গাফিলাতি করার দায়ে হারাঙ্গাজাওয় থানার ওসি অংশুমান রাজকুমারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে শপথনামায় উল্লেখ করেছেন ডিআইজি দিলীপ কুমার দে।

তার পরই এই মামলার শুনানি গ্রহন করে মুখ্য বিচারপতি অজয় লাম্বা এবং বিচারপতি সৌমিত্র শইকীয়ার ডিভিশন বেঞ্চ সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয়। আগামী ১৬ জুন এই মামলার পুনরায় শুনানি গ্রহণ করা হবে গৌহাটি হাইকোর্টে, আইনজীবী ডেসরিং থাওসেন।

উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল হারাঙ্গাজাও থেকে ৫ জনের দুষ্কৃতকারীর দল সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে গত ৩০ এপ্রিল মুপা রিজার্ভ ফরেস্টের অন্তর্গত জাতীয় সড়কের পাশে লাইলিঙের জঙ্গলে মাটির নীচে পুতে রাখা অবস্থায় সন্তোষ হোজাইর মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল লাংটিং পুলিশ।

বাংলাদেশের ১৪ দলের মুখপাত্র সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম আর নাই

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৩।। বাংলাদেশের ১৪ দলের মুখপাত্র সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম আর নাই।তিনি টানা আটদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে চির বিদায় নিলেন।তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য।মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

শনিবার বেলা ১১টা ১০ মিনিটে রাজধানী ঢাকার শ্যামলী বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের মুখপাত্র বর্ষিয়ান জননেতা মোহাম্মদ নাসিম গত ৫ জুন ভোরে ব্রেন স্ট্রোক করেন।

ওইদিনই জরুরিভাবে তার অপারেশন করা হয়। অপারেশনের পর চিকিৎসকরা তাকে ৪৮ ঘণ্টার নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন। পরে গত ৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ৫ সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। বিকেলে মেডিক্যাল রোর্ড সভা করে তার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। চিকিৎসকদের বোর্ড তাকে ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। ওই সময়ের মধ্যে তার অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে ডিপ কোমাতে রাখা হয় গত ১ জুন সকালে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম। পরে রাতে তার করোনা পরীক্ষার রিপোর্টে পজিটিভ আসে। তবে পর দিন থেকে তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু গত ৫ জুন সকালে মোহাম্মদ নাসিম ব্রেন স্ট্রোক করেন। এর আগে ওয়ান ইলেভেনের সময় কারাবন্দি অবস্থায় স্ট্রোক করেছিলেন নাসিম। এবার ছিল তার দ্বিতীয় দফায় স্ট্রোক। এ অবস্থায় গত ৯ জুন তার পুনরায় করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করা হয়। ওইদিন করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় বিদেশ নেওয়ার মতো অবস্থা থাকে না। ফলে চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি

এদিকে , বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পিতার (জাতীয় চারনেতার অন্যতম ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী) মতোই মোহাম্মদ নাসিম আমৃত্যু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। সব ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন। শেখ হাসিনা আরও বলেন, মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন দেশপ্রেমিক ও জনমানুষের নেতাকে হারালো। আমি হারালাম একজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে। প্রধানমন্ত্রী তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আইসিএমআরের দিশা নির্দেশ পরিবর্তনের দাবি তুললেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (হি. স.): বিপুলসংখ্যক করোনা পরীক্ষা করাতে হলে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআরের দিশা নির্দেশ বা গাইডলাইন সংশোধন করতে হবে বলে দাবি তুলেছেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। তার কথায় করোনার পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে আইসিএমআর যে পূর্বশর্ত দিয়েছে তা মেনে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, করোনা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে আইসিএমআরের দিশা নির্দেশ বদল করতে হবে। বর্তমানে যে দিশা নির্দেশ বা গাইডলাইন দেওয়া রয়েছে তা লংঘন করতে পারবে না দিল্লি সরকার।

দিল্লি তথা দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইতালি সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা তার ভয়াবহতা দেখিয়েছিল। এখন সময় ভারতে। এখানে করোনা পরিস্থিতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে দিল্লি সরকারের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে জুলাই এর শেষের দিকে রাজধানীতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৫ লক্ষ। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন পড়বে বাড়তি ৮০০০০ শয্যায়।

নিলামবাজারের কেউটকোণায় আগুন সর্বস্ব পুড়ে ছাই তিন গৃহস্থের

নিলামবাজার (অসম), ১৩ জুন (হি.স.) : করোনা অতিমারির কারণে এমনিতেই নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা শ্রমজীবী মানুষদের। এমন অবস্থায় অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারিয়ে গাছের তলায় ঠাঁই নিয়েছে তিন দিনমজুর পরিবার। ঘটনা দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেউটকোণা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর ভগিরখলা (নগিপুর) গ্রামে সংঘটিত হয়েছে।

গ্রামের দিনমজুর নরেন্দ্র মালাকার, ভূষণ মালাকার ও চন্দন মালাকারের বসতগৃহ শুক্রবার গভীররাতে এক বিধ্বংসী আগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতেও খাওয়া দাওয়ার পর তিনটি পরিবারের লোকজন যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েন। রাত আনুমানিক দেড়টা নাগাদ আকস্মিক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে তিনটি বসত বাড়ি। প্রচণ্ড একটি বিকট শব্দে পাড়া প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যায়। নরেন্দ্র মালাকার, ভূষণ মালাকার ও চন্দন মালাকারের ঘরে আগুন দেখতে পেয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। পাড়া প্রতিবেশীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিনটি পরিবারের বারো জন সদস্য অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেলেও, ঘর সহ ঘরের ভিতরের কোন জিনিস উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আগুনের লেলিহান শিখা সর্বস্ব পুড়ে ছাড়খাড় করে দিয়েছে।

খবর দেওয়া হয় নিলামবাজারের দমকল বাহিনীকে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে দমকল বাহিনী খবর পেয়েও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়নি। গ্রামবাসীরা আগুন নেভাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ততক্ষণে তিন দিনমজুরের আর কিছুই আর অক্ষত রয়নি। নিমেষের মধ্যেই চোখের সামনে নিজেদের ঘরদোয়ার পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন সর্বস্ব খোয়ানো তিন দিনমজুরের পরিবারের সদস্যরা। তবে স্থানীয়দের জোর প্রচেষ্টায় পার্শবর্তী আরও দু’টি বসতগৃহ আগুনের কড়াল গ্রাস থেকে বেঁচে যায়। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই তিনটি পরিবারের সদস্যদের শুধু পরনের কাপড় ছাড়া যাবতীয় কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৮ আক্রান্ত ৮৪ হাজার ৩৭৯, মৃত্যু ১ হাজার ১৩৯

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৩।। শনিবার নতুন করে ২ হাজার ৮শ’ জনেরও বেশি মানুষ শনাক্ত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। করোনাভাইরাস আক্রান্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৮ নম্বরে।শনিবার বেলা আড়াইটায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই হাজার ৮৫৬ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন। জরিপ সংস্থা ওয়ার্লওমিটারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শনিবারের এই ব্রিফিংয়ের আগ পর্যন্ত ৮৩ হাজার ৭৫ জন আক্রান্ত নিয়ে চীনের অবস্থান ছিল তালিকার ১৮ নম্বরে। বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪ হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার পর সেই অবস্থানটি এখন বাংলাদেশের। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো এক হাজার ১৩৯ জনে। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হলেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন।

এদিকে , বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো এক হাজার ১৩৯ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই হাজার ৮৫৬ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার ১.৩৫ শতাংশ। শনিবার বেলা আড়াইটায় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনের আয়োজন করা হয়। সেখানে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা। তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৪ হাজার ৩৫টি। আর আগে সংগ্রহ করা নমুনাসহ পরীক্ষা করা হয়েছে ১৬ হাজার ৬৩৮টি। এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ৮৯ হাজার ৯০৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ১৭.১৭ শতাংশ।

২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হলেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২.১৩ শতাংশ।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৪৯৬ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ৯ হাজার ৩৪০ জন।

২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ১৬৮ জন, এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৫ হাজার ২২৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৪১৪ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ১৭ হাজার ৬৪৪ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন এক হাজার ৪৮০ জন।

এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৫৬ হাজার ৮৫৯ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬০ হাজার ৭৮৫ জন।

বকেয়ার দাবিতে পিএইচই কর্মচারীদের কর্মবিরতি, হাফলঙে পানীয় জলের সংকট, আন্দোলনকারীদের সতর্কবার্তা জেলাশাসকের

হাফলং (অসম), ১৩ জুন (হি.স.) : বকেয়া ১২ মাসের বেতনের দাবিতে হাফলং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি (পিএইচই) বিভাগের কর্মচারীদের কর্মবিরতির ফলে হাফলং শহরে পানীয় জল সরবরাহ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এমনিতেই হাফলঙে পানীয় জলের সমস্যা লেগে রয়েছে। তার মধ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মচারীদের কর্মবিরতির জেরে এবার হাফলং শহরে তীব্র জল সংকট দেখা দিয়েছে।

গত ৪ জুন থেকে জনস্বাস্থ্য ও করিগরি বিভাগের কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করছেন। এত গত ১০ দিন থেকে হাফলং শহরে জল সরবরাহ বন্ধ। স্তব্ধ হয়ে পড়েছে হাফলং শহরের কনভেন্ট রোডে অবস্থিত পানীয় জলের ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্ট। এদিকে শহরে পানীয় জলের জন্য হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পানীয় জল পরিষেবা জরুরিকালীন পরিষেবার মধ্যে পড়ে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কর্মচারীরা শহরে জল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছেন।

জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হাফলঙের বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের আবাসিকদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বর্তমানে হাফলং শহরে প্রতি এক হাজার লিটার জল বিক্রি হচ্ছে ৫০০ টাকা করে। বাধ্য হয়ে নাগরিকদের কিনতে হচ্ছে বহুমূল্যের জল।

জনস্বাস্থ্য করিগরি দফতরের কর্মচারীরা শহরে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় জেলাশাসক পল বরুয়া ক্ষোব্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার প্রাগজ্যোতিষ বর্মণকে ডেকে পাঠিয়ে শহরে জল সরবরাহ নিয়মিত করার নির্দেশ দেন। এর পরও যদি জল সরবরাহ নিয়মিত না হয় তা হলে দুর্যোগ মোকাবিলা আইন ২০০৫-এর অধীনে কর্মচারীদের বিরূদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে দেন জেলাশাসক। জেলাশাসক এ ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কর্মচারী সংস্থা বৈঠকে বসে তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আলোচনা করছে। সোমবার থেকে হয়ত এই সকল কর্মচারী তাঁদের কর্মবিরতি কর্মসূচি তুলে নিয়ে আবার কাজে ফিরতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের কর্মচারীদের বেতন অনলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার পর থেকেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ৫৩৮ জন কর্মচারীর রিটেনশন এবং রাজ্যের অর্থ বিভাগের অনুমোদন না থাকার দরুন ২০১৯ সালের জুন মাস থেকে বেতন বন্ধ হয়ে রয়েছে।

ভারত ও ভুটানের পাথর বোঝাই ট্রাক প্রবেশের মধ্য দিয়ে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৩।। দীর্ঘ ৭৯ দিন পর শর্তসাপেক্ষে শনিবার সকালে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়েছে চতুর্দেশীয় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে। করোনা ভাইরাসের কারণে গত ২৫ মার্চ থেকে সারাদেশের মত বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। ভারত ও ভুটানের পাথর বোঝাই ২টি ট্রাক বন্দরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়।

এদিকে, বিজিবি সদস্যরা জিরো পয়েন্টে সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে হ্যান্ড থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে ট্রাক চালকদের শরীরের তাপমাত্রা এবং ট্রাকগুলো স্প্রে করে বন্দরে প্রবেশ করতে দেয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বন্দর চালু হওয়ায় সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জেগে উঠেছে আশার আলো। প্রতিদিন এ বন্দরে ভারত ও ভুটানের একশ ট্রাক প্রবেশ করবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন- তেঁতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহা, তেঁতুলিয়া মডেল থানার ওসি জহুরুল ইসলাম, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের পোর্ট ম্যানেজার কাজী আল-তারেক, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিশনের সভাপতি মেহেদী হাসান খান বাবলাসহ কাস্টমস, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসনের ১২টি শর্ত সাপেক্ষে বন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বন্দর চালু হওয়ায় স্বতি ফিরেছে। অন্যদিকে বন্দর বন্ধ থাকার কারণে পরিবার পরিজন নিয়ে অসহায় দিন কাটাচ্ছিলেন শ্রমিকরা এবং কোটি কোটি টাকার রাজস্বও হারাচ্ছিল সরকার।

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিশনের সভাপতি মেহেদী হাসান খান বাবলা জানান, করোনা ভাইরাসের কারণে গত ২৫ মার্চ থেকে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে সব রকম পণ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসন বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর পরিদর্শন করে শারীরিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শর্ত সাপেক্ষে দেশের একমাত্র চর্তুদেশীয় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। আমদানি-রপ্তানিকারকদের সঙ্গে আলোচনা করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আজ বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়।

যত্রতত্র ব্যবহৃত মাস্ক ফেলায় কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ১৩ জুন (হি. স.) : করোনা আবহে মাস্ক পড়া যেমন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ঠিক তেমনই ব্যবহৃত মাস্কগুলোকে যথাস্থানে ফেলাও বাধ্যতামূলক। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ব্যবহৃত মাস্ক পড়ে রয়েছে রাস্তায় যত্রতত্র। এর থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর প্রবণতা থেকে যাচ্ছে অনেকখানি। তাই এবার এই পরিস্থিতিতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবেছে পুর কর্তৃপক্ষ।

ছয়ের পাতায়

ডিমা হাসাওয়ে আরও তিনজন, জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৭

হাফলং (অসম), ১৩ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় আরও তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭ জনে। শনিবার যে তিন জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এরা ছিলেন সরকারি কোয়ারেন্টাইনে। হাফলং ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ১ জন, হাফলং সরকারি কলেজের গার্লস হস্টেল কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে একজন এবং মাহুর সারন থেকে ১ জন মিলিয়ে মোট তিন জন শনিবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্ত এই তিন জনকেই হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৭ জনের মধ্যে ২৯ জন ইতিমধ্যে

ছয়ের পাতায়

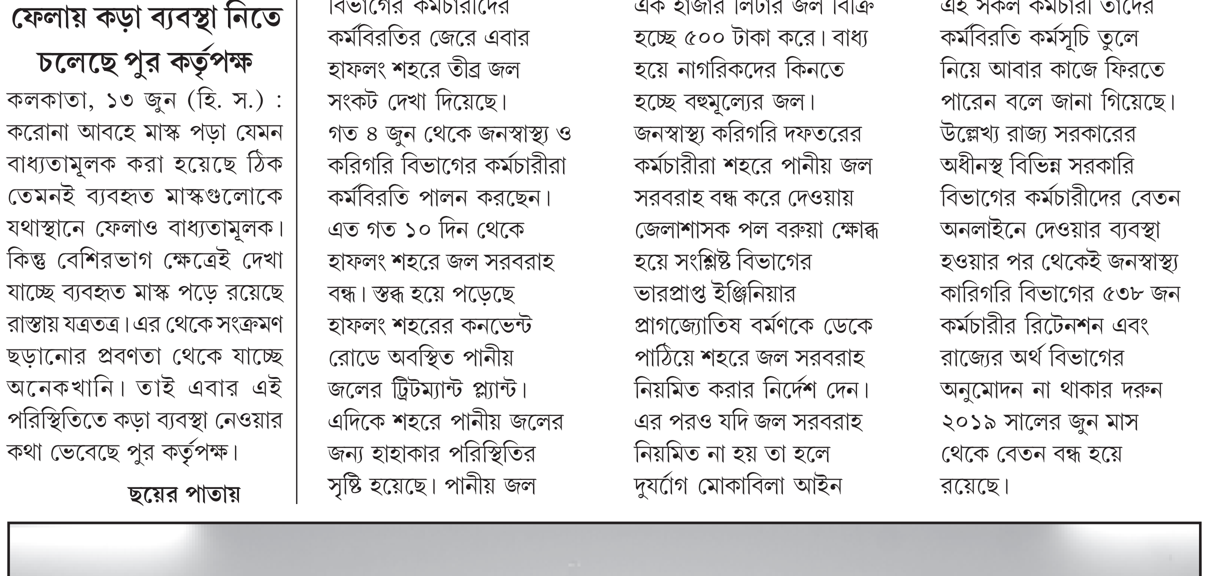

শনিবার আগরতলায় টেট শিক্ষকদের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

করোনা—সংকটে পারিশ্রমিক কমিয়েছেন মাধুরী, কার্তিক, তাপসীরা

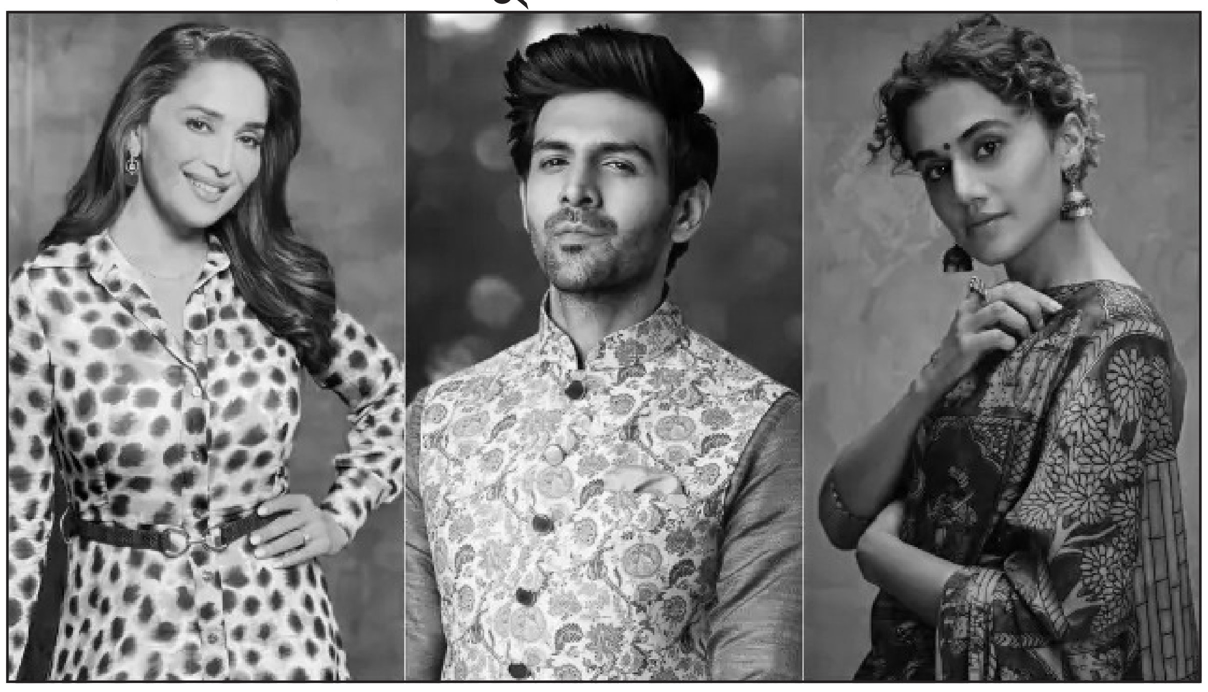

করোনা সব হিসাব—নিকাশ ওলট—পালট করে দিয়েছে। তিন মাস ধরে শুটিং বন্ধ। তালা ঝুলছে বড়—ছোট সব সিনেমা হলে। মুক্তি পাচ্ছে না কোনো ছবি। তাই সব মিলিয়ে চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে বলিউড সাম্রাজ্য। জানা গেছে, বলিউডে এই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে তিন থেকে চার হাজার কোটি রুপি। তাই নির্মাতাদের ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন বিটাউনের কিছু তারকা। তাঁরা তাঁদের পারিশ্রমিক কাটার সম্মতি দিয়েছেন বলে জানা গেছে। বলিউডের প্রথম সারির কিছু তারকা নির্মাতাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে বলিউডের 'ধকধক গার্ল' মাধুরী দীক্ষিত বলেছেন, 'আমাদের উচিত প্রযোজকদের পাশে দাঁড়ানোর। আমরা সবাই চাই যেন ঠিকঠাকভাবে কাজ শুরু হয়। তাই আমাদের পারিশ্রমিক কম করা উচিত। অভিনেতারা যদি চান ইন্ডাস্ট্রি আবার আগের মতো চলুক, তাহলে আমাদেরও পারিশ্রমিক কমিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তাই আমি আমার প্রযোজকের পাশে দাঁড়াব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

এ প্রজন্মের জনপ্রিয় তারকা কার্তিক আরিয়ান মাধুরীর দেখানো পথেই হেঁটেছেন।

তিনিও অভিনেতাদের পারিশ্রমিক কাটছাঁট করার পক্ষে। এ ব্যাপারে কার্তিক বলেছেন, 'আমি চাই না কেউ কাজ হারাক। এর একটা সমাধান হওয়া উচিত। আর প্রযোজকেরাও যেন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান। নির্মাতা, কলাকুশলী ও অভিনয়শিল্পীদের একসঙ্গে আনার জন্য এবং আবার কাজ শুরু করার জন্য আমি সব রকমভাবে প্রস্তুত।'

এদিকে আরেক 'তরুণ' বলিউড নায়িকাও প্রযোজকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাপসী পান্নু। 'যান্ড কি অঁখ', 'থাপ্পড়'খ্যাত এই তারকা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন কোনো শুটিং হচ্ছে না বলে আমরা বেতন পাচ্ছি না। কাজ যখন শুরু করা জরুরি, তখন যদি পারিশ্রমিক কাটা হয় তো আমি রাজি আছি।'

প্রযোজকদের অনুরোধে মন গলেনি মালাইকার

ভারতের মহারাষ্ট্র সরকার সব রকম সুরক্ষা বজায় রেখে শুটিংয়ের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অনেক টেলিভিশন তারকা মোটেও শুটিং ফ্লোরে যেতে চাইছেন না। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বলিউড তারকা 'ছাইয়া ছাইয়া'খ্যাত মালাইকা অরোরা। জানা গেছে, ২৭ জুন থেকে শুটিং শুরু করবেন তিনি। আর এই করোনাকালে বলিউড তারকা হিসেবে তিনিই প্রথম শুটিং শুরু করতে যাচ্ছেন। লকডাউনের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে বিনোদনজগৎ পুরোপুরি বন্ধ। তবে লকডাউনের আড়মোড়া ভেঙে ধীরে ধীরে বিভিন্ন টেলিভিশন ধারাবাহিকের শুটিং শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যে জানা গেছে, ভারতের সনি চ্যানেলে নাচের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'ইন্ডিয়াজ বেস্ট ড্যান্সার'-এর শুটিং শুরু হতে চলেছে। এই নাচের প্রতিযোগিতায় মালাইকা অরোরাকে বিচারকের ভূমিকায় দেখা যায়। এই করোনাকালে মালাইকার মতো বড় তারকা শুটিং শুরু করতে রাজি হবেন কি না, এ নিয়ে দ্বিধায় ছিল চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। তবে মালাইকা শুটিং শুরু করতে রীতিমতো উৎসাহী। সেটে ফিরতে তাঁর আর তর হইছে না। এদিকে 'ইন্ডিয়াজ বেস্ট ড্যান্সার'-এর অপর দুই বিচারক গীতা কাপুর ও টরেন্সের সঙ্গে চ্যানেলের কথাবার্তা চলছে। এখনো তাঁরা নিশ্চিতভাবে কিছু জানাননি।করোনার কারণে টেলিভিশন দুনিয়া প্রবল আর্থিক ক্ষতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। তাই টেলিভিশন প্রযোজকেরা অভিনেতাদের পারিশ্রমিক কাটার দাবি করেছিলেন। মালাইকার কাছে এ ধরনের প্রস্তাব রাখা হলে তিনি তা নাকচ করেন। খবর অনুযায়ী, রিয়েলিটি শোটির প্রযোজক মালাইকার পারিশ্রমিক কম করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই বলিউড তারকা মন গলেনি। তিনি পারিশ্রমিক কমাতে নারাজ। এ ব্যাপারে তাই আর বিশেষ কথাবার্তা বাড়ায়নি প্রযোজনা সংস্থা। কারণ, করোনাকালেও মালাইকা আবার শুটিং শুরু করতে রাজি হয়েছেন, তাতেই তারা অত্যন্ত খুশি।

শহিদের রান্না খেয়ে মুগ্ধ তাঁর স্ত্রী

কথায় বলে, কারও হৃদয়ে ঢোকার সহজ পদ্ধতি নাকি পাকস্থলী। অর্থাৎ, মানুষটাকে ভালো খাওয়ান, তিনি ঠিকই তাঁর হৃদয়ে আপনার জন্য জায়গা খালি করতে বাধ্য। বলিউড তারকা শহিদ কাপুরও তাই করলেন। স্ত্রীর জন্য রান্না করলেন পাস্তা। আর স্ত্রী মীরা রাজপুত যে খুশিতে বাগবাগ, তা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিই বলে দিচ্ছে। ২০১৫ সালের ৭ জুলাই বিয়ের পর গত পাঁচ বছরে মীরা রাজপুতের মহাব্যস্ত তারকা জীবনসঙ্গী এই কোয়ারেন্টিনে স্ত্রীর জন্য রান্নার সময় বের করেছেন। পাস্তা রেঁধেছেন। সেই পাস্তার ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে মীরা লিখেছেন, 'পাঁচ বছরে এই প্রথম আমার জীবনসঙ্গী পাস্তা রাঁধল। আর বিশ্বাস করুন, এটিই আমার জীবনে খাওয়া সেরা পাস্তা।' হ্যাশট্যাগে নো বায়াস লিখে এ—ও জানিয়েছেন, নিজের জীবনসঙ্গী বলে পক্ষ নিয়ে সাফাই গাচ্ছেন না। সত্যিই বড় পর্দার এই 'কবির সিং'—এর রান্না খেয়ে তিনি মুগ্ধ। ১৪ বছর বয়সের পার্থক্যকে কাঁচকলা দেখিয়ে দিব্যি দুই সন্তান মিশা ও জৈনকে নিয়ে সুখের ঘর করছেন বলিউড তারকা শহিদ কাপুর ও মীরা রাজপুত। লকডাউন শুরুর আগে শহিদ কাপুর 'জার্সি' সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাট হাতে খেলতে গিয়ে মুখে মারাত্মক আঘাতও পান। মুখে ১৭টি সেলাই নিয়ে মাস্ক দিয়ে ঢেকে যতটা সম্ভব আলোকচিত্রীদের থেকে নিজেকে আড়াল করে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর দ্রুত সুস্থ হয়ে নিজেই জানিয়েছেন সেই খবর। এর মধ্যেই সারা বিশ্বে শুরু হলো করোনার হানা। বাদ গেল না ভারতও। আর লকডাউন যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে ২৫ বছর বয়সী স্ত্রী মীরার জীবনে। শহিদ কাপুর ও মীরা রাজপুত। ছবি: ইনস্টাগ্রাম।

'শহিদের সময় নেই'এটাই ছিল গত পাঁচ বছরে তাঁর সবচেয়ে বড় অভিযোগ। আর এখন শহীদ কাপুর নিয়মিত প্যানকেক বানিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

মীরা পায়ের ওপর পা তুলে বসে সেই প্যানকেকের জন্য অপেক্ষারত ছবিও পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে। থালাবাটিও নাকি ধুচ্ছেন শহিদ। লকডাউনে যে এগুলো করবেন, প্রথমেই ভক্তদের সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ঘরে থেকে ঘরের কাজ করুন। পরিবারকে সময় দিন। লকডাউন হোক আপনার জীবনের সেরা সময়।'

১৬ বছর পর বাঙালি অভিনেতার বাংলায় অভিনয়

১৬ বছর পর বাঙালি অভিনেতার বাংলায় অভিনয় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখে সেলুলয়েডের দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এরপর রজনীকান্ত, অমিতাভ বচ্চনের প্রতি মুগ্ধতা তাঁকে টেনে আনে বলিউডে। বলছি ওয়েব সিরিজ "পাতাল লোক"-এর "হাথোড়া ত্যাগী"র কথা। বেশ আলোচিত হয়েছে সিরিজটি এবং এই চরিত্রের অভিনেতা অভিষেক ব্যানার্জি। সম্প্রতি তাঁকে দেখা গেছে আরেক আলোচিত ওয়েব সিরিজ "কালী"র দ্বিতীয় সিজনে। বাঙালি ছেলে অভিষেক এই সিরিজে এবারই প্রথম বাংলা ভাষায় অভিনয় করলেন। তাঁর নতুন কাজ, বাংলা ভাষায় অভিনয় আর বলিউডে নিজের জায়গা করে নেওয়ার গল্প প্রথম আলোকে শোনান অভিষেক ব্যানার্জি।

ছোটবেলা থেকে সিনেমার পোকা অভিষেক ব্যানার্জি। স্কুলে থাকতেই সত্যজিৎ রায়ের সব ছবি রীতিমতো গিলে খেয়েছেন। এখনো নাকি ভাবেন, "বড়দের ছবিগুলো কেমন করে ছোটবেলাতেই দেখে ফেললাম!" তখন অভিষেক থাকতেন কলকাতায়। এরপর বাবার চাকরির সুবাদে পরিবারের সঙ্গে তাঁকে চলে যেতে হয় চেন্নাইয়ে। সেই যে গেলেন, এরপর আর বাঙালিদের মধ্যে ফেরা হয়নি তাঁর। চেন্নাইয়ে গিয়ে সত্যজিৎ থেকে একবারে বদলি হয়ে গেলেন রজনীকান্তে। দক্ষিণি চলচ্চিত্রের "থালাইভা" রজনীর নায়কোচিত আমেজ জেঁকে ধরল অভিষেকে মন আর মগজকে। সিনেমা দেখতে দেখতে বাঙালি ছেলে শিখে ফেললেন তামিল ভাষা। বাবা-মায়ের চিন্তা হলো। বাংলা তো ঠিক আছে, তামিলও হয়ে গেল, ছেলেকে এবার হিন্দিটা শেখানো দরকার। ব্যাস, মা—বাবা বুদ্ধি করে অভিষেকের জীবনে অমিতাভ বচ্চনকে ঢুকিয়ে দিলেন। এবার একই কায়দায় অমিতাভে বুঁদ হয়ে অভিষেক শিখে ফেললেন হিন্দিটাও। তবে শুধু ভাষা নয়, অমিতাভ বচ্চনের অভিনয় অভিষেকের মাথায় অভিনয়ের ভূতও চাপিয়ে দিল। দিল্লির কিরোরি মাল কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করেই মুম্বাইয়ের পথে পা বাড়ালেন অভিষেক, বলিউডে নাম লেখাবেন বলে।

অভিনয় করেন, অভিনেতা খোঁজেন

"স্ত্রী" ছবির "জানা" চরিত্রটি দিয়ে অভিষেক ব্যানার্জি দর্শকের নজরে পড়েন। সেই কমিক চরিত্রটির জের ধরে এরপর "ড্রিমগার্ল", "বালা"র মতো ব্যবসাসফল ছবির অংশ হন। কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, তবে দর্শক মনে রাখতে পারেন, ভালোবাসতে পারেন, এমন চরিত্রগুলোতেও দেখা দিতে থাকেন অভিষেক। যেন আগে থেকেই সাফল্যের আঁচ পেয়ে যান, আর সেই চরিত্রগুলোই বেছে নেন। এটা অবশ্য কোনো দৈবশক্তি বা কাকতাল নয়। অভিষেকের অভিজ্ঞতা তাঁকে সেরা চরিত্রগুলোর কাছে নিয়ে যায়। মুম্বাইয়ে এসে অভিষেক অভিনেতা নন, ইন্ডাস্ট্রি বোঝার জন্য আগে কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন। বড় বড় কাস্টিং ডিরেক্টরের সঙ্গে মিলে অভিষেক সিনেমার জন্য শিল্পী নির্বাচন করতেন। কয়েকটা উদাহরণ দিই: মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব, যাঁর অভিনয় "রাঞ্জনা", "তনু ওয়েডস মনু", "রইস"-এর মতো ছবিতে প্রশংসিত হয়েছে, সেই শিল্পী প্রথমবার বলিউডের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন অভিষেক। "নো ওয়ান কিলড জেসিকা" ছবিতে জেসিকার খুনি মনু শর্মার চরিত্রে অভিষেকের অভিনয়ের কথা ছিল। কিন্তু কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে তিনি মোহাম্মদ জিশানকে এই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। আর এই শুরু হয় জিশানের বলিউডজীবন। এ ছাড়া কাস্টিং ডিরেক্টর অভিষেকের হাত ধরে বলিউডে নাম লিখিয়েছেন "গালি বয়"খ্যাত সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও "এক্সট্রাকশন"-এ বাংলাদেশি মাফিয়া ডন চরিত্রের অভিনেতা প্রিয়াংশু পাইনিউলি। ২০১০ সালে "নকআউট" ছবির মধ্য দিয়ে সহকারী কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন অভিষেক। ২০১১ সালে বিদ্যা বালান ও এমরান হাশমির "ডার্টি পিকচার" ছবিতে চিফ কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ পান তিনি। এরপর একে একে "রক অন টু", "ওকে জানু", "টয়লেট: এক প্রেমকথা", "সিক্রেট সুপারস্টার" আর সবশেষ "পাতাল লোক"—এর মতো প্রশংসিত প্রযোজনার অংশ হয়ে যান তিনি।

প্রত্যাখ্যান থেকে পাওয়া শিক্ষা

ঘটনাটি তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের, ২০১২ সালের। কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে ভালোই করছিলেন অভিষেক ব্যানার্জি। তখন তাঁর কাছে আসে রাজকুমার গুপ্ত পরিচালিত ছবি "ঘনচক্কর"-এর চিত্রনাট্য। সেটার "ইদ্রিস" চরিত্রটি মনে ধরে অভিষেকের। অডিশন দেন। কিন্তু পরিচালক বলেন, "তোমাকে আরও কাজ করতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি অভিনয় করছ।" সেদিনের সেই প্রত্যাখ্যান থেকে অভিষেক একটা শিক্ষা নেন। তিনি শেখেন অভিনয়শিল্পীকে কেমন অভিনয় করতে নেই। তারপর দুই বছর নিজের অভিনয় নিয়ে কাজ করেন অভিষেক। ২০১৫ সালে ওয়েব সিরিজ "পিচার" দিয়ে আবার অভিনয় শুরু করেন।

"রাং দে বাসন্তী" থেকে "পাতাল লোক"

গত মাসে "পাতাল লোক" সিরিজ মুক্তি পাওয়ার পরপরই অভিষেক ব্যানার্জির "হাথোড়া ত্যাগী" চরিত্রটি আলোচনায় উঠে আসে, প্রশংসিত হয় অভিষেকের অভিনয়। ভারতীয় নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিষেকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেখান থেকে জানা যায় মজার এক তথ্য। ২০০৬ সালে অভিষেক অডিশন দিতে যান ভারতীয় নির্মাতা রাকেশ ওম প্রকাশ মেহরার একটি তথ্যচিত্রে অভিনয়ের জন্য। তখন চলছিল রাকেশের "রাং দে বাসন্তী" ছবির শুটিং। সেই ছবিতে কয়েক সেকেন্ড ব্যাপ্তির একটি চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে যান অভিষেক। সেই এক দৃশ্যের অভিনেতার বর্তমান উন্নতি দেখে রীতিমতো মুগ্ধ অনুরাগ। তাঁর প্রশংসাকে অভিষেক আশীর্বাদের মতো গ্রহণ করেছেন।কাস্টিং ডিরেক্টর অভিষেকের হত ধরে বলিউডে এসেছেন মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও প্রিয়াংশু পাইনিউলি। কাস্টিং ডিরেক্টর অভিষেকের হত ধরে বলিউডে এসেছেন মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও প্রিয়াংশু পাইনিউলি।

বাবা—মায়ের জন্য "কালী ২"

শাহরুখকে পেতে সালমানকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দীপিকা

লকডাউনে নানান কাজের মধ্যে নিজের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে ফিরে তাকালেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। স্মৃতি হাতড়ে নিজের জীবনের ছোট্ট এক অধ্যায় তুলে ধরেছেন তিনি।শাহরুখ খানের সঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন দীপিকা। অথচ সালমান খানের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কোনো ছবি করা হয়নি তাঁর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা জানিয়েছেন যে সালমানের হাত ধরেই বিটাউনে অভিষেক হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে তিনি অপেক্ষা করেছেন শাহরুখের জন্য।

২০০৭ সালে "ওম শান্তি ওম" ছবির মাধ্যমে হিন্দি ছবির দুনিয়ায় আসেন দীপিকা। ফারাহ খান পরিচালিত এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন শাহরুখ খান। তবে শাহরুখ নয়, সালমানের সঙ্গে

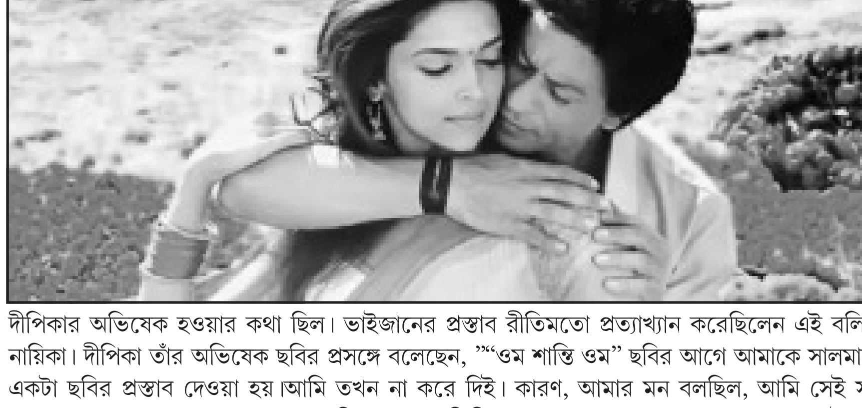

দীপিকার অভিষেক হওয়ার কথা ছিল। ভাইজানের প্রস্তাব রীতিমতো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলিউড নায়িকা। দীপিকা তাঁর অভিষেক ছবির প্রসঙ্গে বলেছেন, ""ওম শান্তি ওম" ছবির আগে আমাকে সালমানের একটা ছবির প্রস্তাব দেওয়া হয়।আমি তখন না করে দিই। কারণ, আমার মন বলছিল, আমি সেই সময় ক্যামেরার সামনে আসার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।" তিনি আরও বলেন, "সালমানের কাছ থেকেই আমি ক্যারিয়ারের প্রথম ছবির প্রস্তাব পাই। তাই আমি সারা জীবন উনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা এখনো একসঙ্গে পর্দায় আসিনি। আমার মনে হয় যে আমাদের জন্য বিশেষ কিছু একটা অপেক্ষা করছে।"জানা গেছে, সালমানের আরও অনেক ছবির প্রস্তাব দীপিকার কাছে ছিল। কিন্তু বলিউডের "মাস্তানি গার্ল" ভাইজানকে নাকি না করে দিয়েছেন তিনি। কারণ, দীপিকা জোরদার চরিত্র ছাড়া কোনো ছবিতে কাজ করেন না। মনের মতো চরিত্র না পেলে তিনি সাধারণত কাজ করেন না। আর সালমানের ছবিতে নায়িকাদের বিশেষ কিছু করার থাকে না। তাই হয়তো দীপিকা ভাইজানের ছবিতে কাজ করতে

শনিবার বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

ফের জমা জলে বন্দি করিমগঞ্জ শহর পরিত্রাণ চেয়ে জেলাশাসককে স্মারকপত্র নাগরিকুলের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ জুন (হি.স.) : বিগত কয়েকদিনের ধারা বৃষ্টিপাতের ফলে করিমগঞ্জ শহরে জমা জলে জন দুর্ভোগ আবারও চরমে উঠেছে। নিকাশি ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকায় শহরবাসী একপ্রকার জলবন্দি হয়ে আছেন। ভুক্তভোগী শহরবাসী প্রতিদিন এই নোংরা জল মাড়িয়েই নিত্যদিনের কাজকর্ম করছেন। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিজেপি ও কংগ্রেস এ নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে আরোপ-দোষারোপ করে গেলেও, সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছে না।

দীর্ঘ প্রায় ১২/১৩ বছরের এই সমস্যার সমাধানে বিজেপি পরিচালিত পুরসভাও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান দেবর্ষী ভট্টাচার্যের আমলেই এই জমা জলের সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত প্রায় বারো কোটি টাকা ব্যয়ে অর্ধ নির্মিত স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ (মাস্টার ড্রেনেজ) প্রকল্পটিই আজ শহরের নাগরিকদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণের আশা নিয়ে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন নবগঠিত শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে তাঁরা এক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপির কাছে। স্মারকপত্র প্রদান করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শহর উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুনীত রঞ্জন দত্ত বলেন, শহরের জমা জল নিষ্কাশনের নালার ওপর অবৈধ জবরদখলকারীরা বসে আছেন। পুরসভার পক্ষ থেকে এ সব জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অনেক জায়গায় তো নালার মধ্যেই পাকা পিলার পোতা হয়েছে। তাই অতি সত্বর জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করে, প্রয়োজনে অর্ধনির্মিত স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজের কালভার্ট, নালা পুনর্নির্মাণের দাবি জানান শহর উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুনীত রঞ্জন দত্ত।

শহর উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুনীত রঞ্জন দত্ত আরও বলেন, স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ প্রকল্পের নির্মাণকাজের তদন্ত করার পাশাপাশি সমগ্র জেলায় পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, জমা জল নিষ্কাশনের জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে হিউমপাইপের বদলে বক্স কালভার্ট বসানোর জন্যও স্মারকপত্রের মাধ্যমে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন। জেলাশাসকের কাছে স্মারকপত্র প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন নবগঠিত শহর উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক অভিজিৎ রায়, সুবীরবরণ রায়, জগবন্ধু সেন, গোপালচন্দ্র পাল প্রমুখ।

লকডাউনে ১৭ কোটি টনেরও বেশি প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন করেছে রেল : গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (হি.স.) : লকডাউনের সময় রেল পথে ১৭ কোটি টনেরও বেশি প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন করে, পণ্য সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে ভারতীয় রেল। শনিবার এমনটাই জানান রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

রেলমন্ত্রী শনিবার টুইট করে জানান, দেশে লকডাউন চলাকালীন ভারতীয় রেলপথ দেশে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দিনরাত পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু রেখেছিল। রেলওয়ে লকডাউন চলাকালীন পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে ১৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টন প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন করেছে। মে মাসে রেল বিভাগ ২৫ শতাংশ বেশি ৮ কোটি ২২ লক্ষ হাজার টন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বহন করেছিল। এপ্রিলে এই পরিসংখ্যান ছিল ৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৪০ হাজার টন।

রেল মন্ত্রকের মতে, ১ এপ্রিল থেকে ৯ জুন পর্যন্ত ১৭,৫৪,৬০,০০০ কোটি টন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বহন করেছে। এরজন্য, সারা দেশে সর্বক্ষণ পণ্যবাহী ট্রেন চালানো হয়েছিল। একই সাথে ২৪ শে মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত পরিবহনের জন্য ৩১ লাখ ৯০ হাজারেরও বেশি পণ্য কোচ কাজে লাগান হয়েছে।

ভারতীয় রেল ১৭ লক্ষ ৮১ হাজার কোচে সারা দেশে খাদ্যশস্য, লবণ, চিনি, দুধ, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ, ফলমূল ও শাকসবজি, পেট্রোলিয়াম পণ্য, কয়লা ও সার সরবরাহ করে। এগুলি ছাড়াও ৩৮৬১টি পার্সেল ট্রেন চালানো হয়েছে যার মধ্যে ৩৭৫৫টি পূর্বনির্ধারিত মালবাহী ট্রেন ছিল।

বন্যার পদধ্বনী করিমগঞ্জে ফুঁসছে লঙ্গাই, আতঙ্ক জনজীবনে

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ জুন (হি.স.) : ফুঁসছে করিমগঞ্জের লঙ্গাই নদী। করোনা-আতঙ্কের মধ্যে বন্যার পদধ্বনীতে ত্রস্ত জনজীবন। পার্শবর্তী পাহাড়ি রাজ্য মিজোরামে ধারা বর্ষণের ফলে লঙ্গাই নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। বিপদসীমার প্রায় দেড় মিটার উপর দিয়ে জল বইছে লঙ্গাই নদীর।

সরকারি সূত্রের খবর, লঙ্গাই নদীর বিপদসীমা ২২ মিটার। জল প্রবাহিত হচ্ছে ২৩.৫৬ মিটার দিয়ে। তবে জেলার অন্য দুই প্রধান নদী কুশিয়ারা ও সিংলা বিপদসীমার অনেক নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পার্শবর্তী রাজ্যে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি অববাহিকার জল প্রচণ্ড বেগে লঙ্গাই নদী দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর এতে বন্যাতঙ্ক দেখা দিয়েছে পাথারকান্দি ও দক্ষিণ করিমগঞ্জে। বন্যাতঙ্কে ভুগছেন লঙ্গাই উপকূলবাসী জনগন। যে কোন সময় জেলা জলসম্পদ বিভাগের নড়বড়ে প্রটেকশন দেওয়াল সহ বাঁধ ভেঙে বন্যার জল জনপদ এলাকাগুলিকে প্লাবিত করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে চেংজুড়িরপার এলাকায় বেশ কয়েকটি স্থানে লঙ্গাই নদীর পূর্বপার বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় বাঁধের উপর দিয়ে নদীর জল প্রবাহিত হওয়ায় বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, জানিয়েছেন স্থানীয়রা।তাঁরা জানান, বহু জায়গায় বন্যার জল আটকাতে স্থানীয়রা বাঁধের উপর মাটি ভরাটের কাজে নেমেছেন। কিন্তু এই খবর লেখা পর্যন্ত বিভাগীয় তরফ থেকে কোনও তৎপড়তার খবর পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে এলাকার ভুক্তভোগী জনগণ বিভাগীয় উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ইলাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর প্রাক্তন সভাপতি উজ্জ্বল মালাকার অভিযোগ করে বলেন, প্রতি বছরই এলাকার জনগণ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। বিভাগীয় তরফ থেকে এর কোনও সুরাহা করা হয় না। জেলা জলসম্পদ বিভাগের কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী অচিন্ত্য রায়ের চরম ব্যর্থতা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রাক্তন জিপি সভাপতি উজ্জ্বল মালাকার। তাঁদের অভিযোগ, এসডিএস তহবিল থেকে গত তিন বছরে বাঁধ নির্মাণে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও, এ সকল বিপজ্জনক এলাকায় নড়বড়ে বাঁধ সংস্কারে বিভাগীয় তরফ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। নদী বাঁধ নির্মাণে সংগঠিত কেলেঙ্কারির উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবিতে সরব হন ইলাশপুর জিপির প্রাক্তন সভাপতি উজ্জ্বল মালাকার।

গত কয়েক দিনের লাগাতার বৃষ্টিতে মিজোরামের পাহাড়ি অববাহিকার জল সোজা নেমে এসে নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। জেলার প্রধান তিনটি নদীর মধ্যে কুশিয়ারা ও সিংলা নদীর জল এখনও বিপদ সীমার নীচে থাকলেও শুধু লঙ্গাই নদীর জল বর্তমানে বিপদসীমার দেড় মিটার ওপর দিয়ে বইছে। নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই বেশ কয়েকটি জায়গায় নড়বড়ে বাঁধের ওপর দিয়ে জল জনপদে ঢুকতে শুরু করেছে বলে জানান তিনি। লঙ্গাই নদীর পুর্ব তীরে ইছাগঞ্জ আরসিসি সেতুর নীচের দিকে নদী থেকে দ্রত জল প্রবাহিত হচ্ছে জনপদে। অনুরূপ ভাবে চেংজুড়িরপার এলাকার বিভিন্ন স্থানে বাঁধের উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

তাঁদের অভিযোগ, দাঁড়ারপাড় আরসিসি সেতু থেকে নির্মীয়মাণ তেঘরিয়া-বরইটুক পুর্ত রাস্তায় তেঘরিয়া গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আব্দুস সহিদের বাড়ির পার্শবর্তী নিচু এলাকা দিয়ে তীব্রগতিতে জল ঢুকছে জনপদে। এছাড়াও বিদ্যানগর আখড়া, বিদ্যানগর শিববাড়ির পাশদিয়ে জল ঢুকতে শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও স্থানীয়রা জল আটকাতে বেশকিছু জায়গায় মাটি ভরাটের কাজ করলেও জেলা জল সম্পদ বিভাগের কোনও কর্মীকে দেখা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে, নিলামবাজার এলাকায় লঙ্গাই নদীর নড়বড়ে প্রটেকশন দেওয়াল টপকে প্রবলবেগে জল ঢুকে বাজার এলাকার বেশ কয়েকটি গলি প্লাবিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে নিলামবাজার কালীবাড়ি রোডের গুরুত্বপুর্ণ তিনটি গলিতে হাঁটু সমান জল হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় বৈরাগীচক গ্রামের একাংশে বন্যা দেখা দিয়েছে। নিলামবাজার পুর্ত গ্রামীণ সড়ক বিভাগের কার্যালয় সহ স্থানীয় সার্কল অফিসের আশপাশে বন্যার জল প্রবেশ করেছে। প্রতিটি এলাকায় জল বাড়ছে বলে জানা গেছে।

ভারতীয় সেনায় যোগ দিল আইএমএ থেকে পাশ করা ৩৩৩ জন তরুণ আধিকারিক

দেহরাদুন, ১৩ জুন (হি. স.): উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির (আইএমএ) ৩৩৩ জন তরুণ আধিকারিক শনিবার উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছেন। এদিন সকালে আইএমএ দেরাদুনে অনুষ্ঠিত পাসিং আউট প্যারেডে অংশ নিয়েছেন ৪২৩ সদ্য পাস করা আধিকারিক। এর মধ্যে আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, ভুটান, মরিশাস, মালদ্বীপ, ফিজি, পাপুয়া নিউ গিনি, শ্রীলঙ্কা এবং ভিয়েতনামের নয়টি মিত্র রাষ্ট্রের ৯০ জন জেন্টেলম্যান ক্যাডেটসও রয়েছে। যা এখন সেখানকার সেনাবাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের মতো এবারও উত্তর প্রদেশের সর্বাধিক ৬৬ জন ক্যাডেট পাস করেছে এবং হরিয়ানা ৩৯ জন ক্যাডেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। উত্তরাখণ্ডের ৩১ জন ক্যাডেট সেনাবাহিনীতে অফিসার হয়েছেন। তবে উত্তরাখণ্ড-বিহারের সাথে যৌথভাবে তিন নম্বরে রয়েছেন। এদিন সকাল ৬ টা ৪২ মিনিট নাগাদ শুরু হওয়া প্যারেডের প্রথম স্যালুটটি নিয়েছিলেন ডেপুটি কমান্ড্যান্ট। এরপরে, সাত মিনিট পাঁচ মিনিটে, কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল জয়বীর সিং নেগিকে কুচকাওয়াজ করে অভিবাদন জানানো হয়। এরপরে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে পর্যালোচনা কর্মকর্তা হিসাবে ভারতীয় মিলিটারি একাডেমিতে (আইএমএ) ৪২৩ জন তরুণ আধিকারিকের পাসিং আউট প্যারেড পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেনাবাহিনী প্রধানদের উপস্থিতিতে চাটউড হলে ড্রিল স্কয়ারে পা রাখার পরে ক্যাডেটরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর শপথ গ্রহণ করেন। অন্তিম পগ পেরিয়ে এই তরুণরা সেনাবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেয়। উৎকৃষ্ট ফলাফল করার জন্য কয়েকজন ক্যাডেটকে পুরস্কৃত করা হয়।

ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির ইতিহাসে এই প্রথম বার বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের অনুপস্থিতিতে অন্তিম পগ পেরোয় জেন্টেলম্যান ক্যাডেটরা। ক্যাডেটদের মুখাবরণ বা মাস্ক পরে প্যারেডে হাঁটতে দেখা গেছে। যার কারণে তাদের মুখের উত্তেজনা এবং উচ্ছ্বাস অনুমান করা সম্ভব হয়নি। কুচকাওয়াজ চলাকালীন ক্যাডেটদের মধ্যে সামাজিক দূরত্বও বজায় ছিল।

এবার করোনার সংক্রমণের কারণে আইএমএ দ্বারা কোনও ক্যাডেটের আত্মীয়কে পিওপিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এ জন্য ক্যাডেটদের স্বজনরা কুচকাওয়াজে অংশ নিতে পারেননি। পাস করায় সকল নতুন আধিকারিকরা এখন বাড়িতে ফিরতে পারবে না। তাদের স্ব-স্ব কমান্ডে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আইএমএ থেকে তিন নেপালি ক্যাডেটও পাস করেছেন এবং নেপাল ও ভারতের মধ্যে কয়েক দিনের জন্য চলমান উত্তেজনার মধ্যে ইন্ডিয়ান আর্মিতে অফিসার হয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্টে নেপালি নাগরিকদের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

সীমান্তে চীন সমস্যা এখন নিয়ন্ত্রণে আজ ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে পাসিং আউট প্যারেডে প্রধান অতিথি হিসাবে আগত সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারওয়ান। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানান, চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্তের পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।আধিকারিক পর্যায় শীর্ষ আলোচনা বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে।নেপাল সীমান্ত বিরোধের বিষয়ে তিনি বলেছেন যে নেপাল আমাদের ভাল প্রতিবেশী এবং শীঘ্রই তার সাথে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা হবে। জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে মানুষ এখন সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে চলেছে। এখানে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে সেনাবাহিনী সাফল্য পাচ্ছে।লাদাখের প্যাংগ স্ত, গাওলান ভ্যালি এবং ডেমচোকে ভারতীয় ও চিনা বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। সামরিক আধিকারিকদের পর্যায়ে আলোচনার সময়, ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে, চিনা সেনাবাহিনী ওই অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে পূর্ববর্তী অবস্থানে চলে যেতে হবে।

১.১৯ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে গোয়ালপাড়ার দরংগিরি কলা বাজারের উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৩ জুন (হি.স.) : এশিয়ার বিখ্যাত কলার বাজার অসমের গোয়ালপাড়া জেলার দরংগিরিবাজার। এই বাজারের উন্নয়নের জন্য 'অসম দর্শন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা খরচ সাপেক্ষে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। শনিবার এই প্রকল্পের শিলান্যাস করে উন্ননমূলক কাজের সূচনা করেছেন দুধনৈয়ের বিধায়ক দীপক কুমার রাভা।

দরংগিরি কলা বাজারে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। সে জন্য দীর্ঘদিন ধরে কলা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছিলেন। এ নিয়ে বহুবার কলা ব্যবসায়ীরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেছিলেন। কোনও কাজ হচ্ছিল না। সম্প্রতি এই প্রকল্পের অধীনে দরংগিরি বাজারকে উন্নত করতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের তরফ থেকে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বাজারটি এক অন্য মাত্রা পাবে বলে আশাবাদী দুধনৈয়ের বিধায়ক দীপক কুমার রাভা।

সরকারের এই আর্থিক সাহায্য পেয়ে দরংগিরি কলা বাজার কমিটি এবং উন্নয়ন কমিটিও যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেছে। উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে বাজারটিতে আরও কয়েকটি উন্নতমানের প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।

করোনায় আক্রান্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ১৩ জুন (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত জঙ্গিদের মরুদ্যানে পরিণত হওয়া পাকিস্তানে। এবার করোনায় আক্রান্ত খোদ সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে কাসিম গিলানি টুইট করে এই কথা জানিয়েছেন। তার পিতার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে দায়ী করেছেন তিনি। কাসিমের দাবি তার পিতার জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে ইমরান খান এবং নেশনাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি ব্যুরোর আধিকারিকরা। দুর্নীতি অভিযোগ ইউসুফ রাজা গিলানির উপর আগে থেকেই ছিল। বৃহস্পতিবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল নেশনাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি ব্যুরো। তার পর থেকেই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন তিনি। পরে তার শরীরে করোনার সংক্রমন মেলে। উল্লেখ করা যেতে পারে পাকিস্তানে একাধিক শীর্ষ স্থানীয় রাজনীতিবিদরা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

সংক্রমণে চিনকে টপকে গেল বাংলাদেশ, করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,১৩৯

ঢাকা, ১৩ জুন (হি.স.): বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ২,৮৬৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর ফলে সংক্রমণের নিরিখে চিনকে টপকে গেল বাংলাদেশ। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত চিনে মোট করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪ হাজার ২২৮ জন। আর বাংলাদেশে মোট আক্রান্ত ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন।

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১,১৩৯ জনের। শনিবার অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মহাপরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন। তিনি আরও জানান, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৯টি ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৪ হাজার ৩৫টি। পূর্বের নমুনাসহ মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ৬৩৮টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে চার লাখ ৮৯ হাজার ৯০৭টি।

গুয়াহাটির নুনমাটিতে ঋতুপর্ণ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত গ্রেফতার পাঁচ

গুয়াহাটি, ১৩ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের নুনমাটিতে ঋতুপর্ণ পেগুকে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে হুসেন আলি, দুলাল আলি, ইব্রাহিম আলি, মনোয়ারা খাতুন এবং অরমান আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

শুক্রবার দিনদুপুরে নুনমাটিতে আরমান্ড হোম ফার্নিশিং নামে এক দোকানের সামনে তিন জনের এক দল সংবঘবদ্ধভাবে ঋতুপর্ণ পেগুকে পিটিয়ে তাঁর গলার শ্বাসনালি কেটে খুন করেছে। তার পর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে মহানগরের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ডাক্তাররা তাঁকে (ঋতুপর্ণ পেগু) মৃত বলে ঘোষণা করেন। সমস্ত ঘটনা সিসিটিভিতে বন্দি হয়েছে। পুলিশ সিসিটিভি-র ফুটেজ পরীক্ষা করে প্রত্যেককে হামলাকারীকে শনাক্ত করে গতকাল রাত থেকে আজ এই খবর লেখা পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে।

নুনমাটি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যেখানে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে সেই দোকানের মালিকধৃত অরমান আলি এবং হুসেন আলি ওই দোকানের কর্মচারী। ধৃতদের বিরুদ্ধে নুনমাটি থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩০২ ধারার ২৯৪/২০ নম্বরে মামলা দায়ের হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে ঋতুপর্ণকে খুনের কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিহত ঋতুপর্ণ মৃত্যুকালে রেখে গেছেন সাতমাসের পুত্রসন্তান স্ত্রী এবং তাঁর অন্য পরিবার পরিজন। খুনিদের ফাঁসির দাবি তুলেছেন তাঁর স্ত্রী এবং মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠন।

করোনা সংক্রমণে প্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১৩ জুন (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা মহম্মদ নাসিম। গত কয়েকদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

মহ. নাসিম আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও ক্ষমতাসীন ১৪ দলের জোট মুখপাত্র। শনিবার ঢাকার শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

করোনার ভয়াবহ সংক্রমণে বাংলাদেশ। ওয়ার্লোমিটার এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের হিসেবে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১ হাজার পার করেছে। মৃতের সংখ্যা ১০০০ পেরিয়েছে। জনসাধারণের পাশাপাশি একাধিক মন্ত্রী ও প্রাক্তন মন্ত্রী, বিশিষ্টজনেরা আক্রান্ত। অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা এবং গণস্বাস্থ্য সংগঠনের প্রধান ড় জাফরুল্লাহ, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন। তবে এদের অবস্থা স্থিতিশীল। এদিকে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহম্মদ নাসিমের মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ বাংলাদেশ রাজনৈতিক মহল।

৩৫ লাখ পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানো হয়েছে, দাবি যোগী আদিত্যনাথের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (হি. স.) : মানবিকতার নজির গড়ল বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দাবি করেছেন যে ৩৫ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার।

পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্যের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এক হাজার টাকা রাজ্যে ফেরা প্রতিটি পরিযায়ী শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ১০৪.৮২ কোটি টাকা। এতে উপকৃত হয়েছে ১০ লাখ ৪৮ হাজার ১৬৬ টি শ্রমিক পরিবার। এর আগে এই খাতে খরচ হয়েছিল ৬১১ কোটি টাকা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজস্ব দফতর ও ত্রাণ কমিশনারের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ লাখ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর জন্য ১৬৫০ শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে। রাজ্য পরিবহণ নিগমের তরফে চালানো হয়েছে ১২ হাজার বাস।

আইসিএমআরের দিশা নির্দেশ পরিবর্তন করার দাবি আপ সংসদের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (হি. স.): আরও বেশি করোনা পরীক্ষা নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআরের যেসকল দিশা নির্দেশ বা গাইডলাইন রয়েছে, তা সংশোধন করার দাবি তুলল আম আদমি পার্টির রজ্যসভার সংসদ সঞ্জয় সিং। এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধনকে চিঠিও লিখেছেন।

শনিবার সঞ্জয় সিং জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ের চাহিদা মেনে আরো বিপুল পরিমাণে করোনা পরীক্ষা করা দরকার। সেই জন্য আইসিএমআরের দিশা নির্দেশ পরিবর্তন করা উচিত। কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে সে করোনা আক্রান্ত তবে তাকে পরীক্ষা করার স্বাধীনতা দেওয়া হোক। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাগারগুলিকে করোনা পরীক্ষার জন্য অনুমোদন দেওয়া প্রয়োজন। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ কিটের। আক্রান্তদের অবিলম্বে চিহ্নিত করার প্রয়োজন। বর্তমানে বিস্ফোরকের ওপর বসে রয়েছি। করোনা হচ্ছে সেই বিস্ফোরক। সতর্ক না হলে তা ফেটে পড়বে। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় গোটা দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১১৪৫৮, নিহত ৩৮৬।

রাওয়ালপিণ্ডির বাজারে বিস্ফোরণে মৃত ১, আহত ১৫

ইসলামাবাদ, ১৩ মে (হি. স.) : বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির বাজার। শুক্রবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদর দফতর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ব্যস্ত বাজারে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ১৫ জন।

শনিবার পাকিস্তান পুলিশের মুখপাত্র সাজিদুল হাসান জানিয়েছেন, বাজারের সামনে একটি বিদ্যুতের খুঁটির নীচে বিস্ফোরক পুঁতে রাখা ছিল। পুলিশের ধারণা, সন্ত্রাসবাদীরাই এই

ছয়ের পাতায়

করোনা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যকে কটাক্ষ বিএসপির

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (হি. স.): গোটা দেশে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। দেশজুড়ে করোনার এই ভয়াবহতার জন্য একযোগে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে সরব হলেন বহুজন সমাজবাদী পার্টির (বিএসপি) সর্বভারতীয় মুখপাত্র সুধীন্দ্র ভাদোরিয়া। করোনা নিয়ন্ত্রণে আনতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার বিএসপি মুখপাত্র জানিয়েছেন, দেশের জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এতদিন পর্যন্ত প্রশাসন ভাবেনি। ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি বাজেটে অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত পরিমাণে করেনি। সংকীর্ণ রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকার ফলে করোনা রোধে তারা যথাযথ উদ্যোগ নেয়নি। ফলে দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ। গরীবরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের যেভাবে এক রাজ্য থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করেছে দেশবাসী। করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত ব্যর্থ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি। এমনকি দিল্লি, মুম্বই, সুরাট, আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোরে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গিয়েছে।সেখানকার করোনা সংকট ব্যাপক আকার ধারণ করেছে

উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে গোটা দেশে করোনার আক্রান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে ৩ লক্ষেরও বেশি বিগত ২৪ ঘন্টা নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১১৪৫৮, মৃত্যু হয়েছে ৩৮৬ জনের। দেশের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৫৭৭৯।

শিলিগুড়ি এটিএম মেশিন তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন (হি. স.) : শিলিগুড়িতে আস্ত এটিএম মেশিন তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল দুষ্কৃতী দল। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শুক্রবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সংহতি মোড় এলাকায়। শনিবার ভোরে স্থানীয়দের নজরে আসতেই তাঁরা পুলিশে খবর দেন। ভক্তিনগর থানার আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ও ব্যাংক কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

শুক্রবার মধ্য রাতে সংহতি মোড় সংলগ্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএমে দুষ্কৃতীরা হানা দেয়। এটিএম মেশিন ভেঙে টাকা বের করতে না পেরে মেশিন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু তাতেও সক্ষম না হওয়ায় ঘটনাস্থলেই মেশিন ভাঙার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু কোনও ভাবেই টাকা বের করতে না পেরে মেশিন ভাঙচুর করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। ব্যাংক কতৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সহ ৩ আধিকারিককে বরখাস্ত করল কর্তৃপক্ষ

শান্তিনিকেতন, ১৩ জুন (হি. স.) : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা সহ তিনজন আধিকারিককে বরখাস্ত করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে গত ১০ তারিখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই তিন আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত হয়েছেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন, রবীন্দ্র ভবনের যুগ্ম কর্মসচিব সৌগত চট্টোপাধ্যায় এবং উদ্ভিদ বিভাগের অধ্যাপক সমিত রায়।

কিন্তু এই তিনজন আধিকারিককে বরখাস্ত করার কারন? বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে সামলেছেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন।দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিনয় ভবনের অধিকর্তা থাকার পাশাপাশি উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী আসার আগে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের পদ সামলেছেন। আর এখানেই নিয়ম না মানার অভিযোগ।

বিশ্বভারতীর নিয়ম অনুযায়ী কর্মসমিতির সদস্য না হলে কেউ উপাচার্যের পদ নিতে পারেন না। অভিযোগ উঠেছে যখন সবুজকলি সেনকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের পদ হয় ঠিক তখনই অধিকর্তা পদের মেয়াদ শেষ হয়। অন্যদিকে শেষ সময় সবুজকলি সেন কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন না। আর সেখানেই কর্মসমিতির এক বৈঠকে মেয়াদ বৃদ্ধি করে সবুজকলি সেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের পদ সামলেছিলেন। কর্মসমিতির বৈঠকে অধিকর্তার মেয়াদ বৃদ্ধি করার অভিযোগেই সবুজকলি সেনকে বরখাস্ত করা হয়। আর ওই বৈঠকে স্বাক্ষর থাকার অভিযোগে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব সৌগত চট্টোপাধ্যায়, তৎকালীন ফিনান্স অফিসার সমিত রায়কেও বরখাস্ত করা হয়। যদিও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সেই সময় অধ্যাপিকা সবুজকলি সেনকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নিতে বলেন বলে জানা গিয়েছে।

১০ই জুন এই তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তত্ত্বাবধানে কর্মসমিতির বৈঠকে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। তারপরেই এই তিন আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়।

বরখাস্ত করার বিষয়ে বরখাস্ত হওয়া প্রাক্তন রেজিস্টার সৌগত চট্টোপাধ্যায় জানান, 'গতকাল রাতে আমরা এবিষয়ে একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠির মাধ্যমে জানতে পেরেছি আমাদের তিনজনকে বরখাস্ত করার কথা। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে তদন্ত করবে, তবে তদন্তের জন্য আমরা সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে রাজি আছি। যেন এই পুরো ঘটনার সুষ্ঠু একটি সমাধান বের হয়। আমাদেরও যদি কিছু বলার থাকে সেটা যেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ শোনেন এবং তাদেরও কিছু বলার থাকলে তারাও বলবেন।'

ইসলামপুরে ঘর থেকে উদ্ধার স্ত্রী ও মেয়ের রক্তাক্ত দেহ, আটক স্বামী

ইসলামপুর, ১৩ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে ঘর থেকে উদ্ধার স্ত্রী ও মেয়ের রক্তাক্ত দেহ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে শহরের রামকৃষ্ণপল্লী এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ইসলামপুর পুরসভার বিদায়ী পুরপতি তথা প্রশাসক কানাইয়ালাল আগরওয়াল। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। খুনের ঘটনার সাথে যুক্ত থাকতে পারে এমন সন্দেহে স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ।জানা গেছে, রামকৃষ্ণপল্লীর এক বাড়িতে স্ত্রী ভারতী হাজরা, তিন বছরের কন্যা অনুষ্কা হাজরাকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন মুন্না হাজরা। পেশায় চা ব্যবসায়ী এদিন সকালে বাড়ি থেকে দোকান খোলার জন্য বেরিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ বাদে ফের বাড়ি ফিরে এসে দেখেন স্ত্রী ও কন্যার মৃতদেহ বাড়িতে পড়ে রয়েছে। ইসলামপুর পুরসভার প্রশাসক কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, জানতে পেরেছি, স্ত্রী ও স্বামী দুইজন মিলেই চায়ের দোকান চালাতেন। এদিন সকালে মুন্না হাজরা দোকান চলে যাওয়ার পরেও তার স্ত্রী দোকানে না যাওয়ার কারণে বাড়ি ফিরে আসে। এরপরেই স্ত্রী ও সন্তানের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। তদন্ত হলেই পুরো ঘটনার আসল তথ্য উঠে আসবে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার শচীন মক্কর জানান, খুনের ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।মৃতার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নতুন শিক্ষাবর্ষ নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনও অধরা

কলকাতা, ১৩ জুন(হি. স.): জুলাই মাসে খুলছে না স্কুল। যদিও পূর্বনির্ধারিত দিন অনুযায়ী উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা গুলি হবে। শনিবার উপাচার্যদের সঙ্গে শিক্ষা দফতরের বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়ে দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি নতুন শিক্ষাবর্ষ চালু নিয়ম আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও এদিন পরিষ্কার করলেন তিনি। একই সঙ্গে ৩১ জুলাই এর মধ্যে কলেজের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের পরীক্ষা নিয়ে তার ফলাফল প্রকাশ করে দিতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যজুড়ে করোনা পরিস্থিতি ও আমফানের জন্য কিভাবে স্বাস্থ্যবিধিকে বজায় রেখে পঠন-পাঠন চালিয়ে যাওয়া যায় তাই নিয়ে এদিন উপাচার্যসহ শিক্ষা দফতরের একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী। বৈঠকের পর পার্থবাবু জানান, 'আজকের বৈঠকের পুরো বিষয়টির রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। তারপর তিনি সেই রিপোর্টে অনুমোদন দেবেন। সে কারণে এখন বিস্তারিত কিছু বলা যাচ্ছে না'। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কিছু স্বাধীকার দেওয়া হয়েছে পঠন-পাঠন চালানোর বিষয়ে। তবে পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের পর। যদিও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে স্বাস্থ্যবিধ সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দেশিকা জানানো হয়েছে।

এরপরে শিক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সম্পূর্ণ জুলাই মাসটা স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখনই শিক্ষাবর্ষ চালু করা যাবে না। কবে থেকে চালু হবে সে বিষয়ে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। আমরা অন্যান্য রাজ্যের সাথে যোগাযোগ করে দেখবো তারা কবে খুলছে সেইমতো পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' এদিকে, উচ্চশিক্ষার পরীক্ষাগুলোর বিষয়ে বৈঠকে উপস্থিত প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মত প্রকাশ করেছে বলে এদিন জানান তিনি। উপাচার্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর পার্থবাবু জানান, ' শারীরিকভাবে উপস্থিত না থেকে কি পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের বাইরে যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গুলি আছে সেখানের কর্তৃপক্ষ এবং ইউজিসির সঙ্গেও পুরো বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘক্ষন আলোচনা হয়েছে। সকলেই একমত হয়েছেন।'তবে মুখ্যমন্ত্রী এই আলোচনার বিষয়ে যতক্ষণ না শিলমোহর দিচ্ছেন ততক্ষণ সেই নির্দেশিকার কথা জানানো যাবে না বলেই এদিন জানান শিক্ষা মন্ত্রী।

কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মারাত্মক পরিণতি! সুন্দরবনে বাঘের হামলায় মৃত্যু মৎস্যজীবীর

ক্যানিং, ১৩ জুন (হি.স.): সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। তিনি পেশায় মৎস্যজীবী। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলির চিতুরি জঙ্গল এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম গোষ্ঠ নাইয়া (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাতজনের একটি দল মাছ-কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়েছিল। কাঁকড়ার ধরার সময় পিছন থেকে একটি বাঘ এসে হামলা করে। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই গোষ্ঠকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সঙ্গীরা তাড়া করতেই বাঘটি ভয়ে পালিয়ে যায়। এদিন দুপুরে হাসপাতালে আনার পথে মৃত্যু হয় তাঁর।

মুখ্যমন্ত্রীকে টেনেই রাজনীতি করছেন রাজ্যপাল: মন্তব্য ফিরহাদের

কলকাতা, ১৩ জুন (হি. স.): পদের অমর্যাদা করছেন রাজ্যপাল। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া উচিত। রাজ্য- রাজ্যপালের টুইট যুদ্ধ নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। বেওয়ারিশ লাশ বিতর্কে অব্যাহত রইল রাজ্য- রাজ্যপাল সংঘাত। শনিবার কখনও বা তৃণমূল সাংসদ, কখনও বা পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে টুইট যুদ্ধে দেখা গেল রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে। শুক্রবার টুইট করে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের কাছে বেওয়ারিশ লাশ প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। যদিও এই বিষয়ে রাজ্যপালকে কোনও রিপোর্টই দেওয়া হবে না বলে সেই দিনই সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন পুরমন্ত্রী। কিন্তু শনিবার একটি টুইট করে রাজ্যপাল বলেন, পুর কমিশনার তাঁকে এই প্রসঙ্গে রিপোর্ট দিয়েছেন। এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও কমিশনারের তরফে দেওয়া হয়েছে বলে টুইট করে জানান রাজ্যপাল। এদিকে এর পর ফের একটি টুইটে রাজ্যপাল লেখেন, 'কেএমসি চেয়ারপার্সন আমাকে ফোন করতে ভুলে গেছেন। তিনি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। পৌর কমিশনার এর মাধ্যমে তাকে আমার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছি।' এদিন রাজ্যপালের এই টুইটের পরেই পাল্টা টুইট করেন ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যপালের নাম না করে টুইটে তিনি লিখেন, ' যখন রাজ্য সরকার ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে জনগণের জন্য। তখন কিছু লোক ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য আগ্রহী।' এই টুইটের সঙ্গেই কর্পোরেশনের দেওয়া একটি অর্ডারের ছবি জুড়ে দিয়েছেন প্রশাসক। তার সঙ্গেই অ্যাটাচ করা হয়েছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের টুইটটি।

বেওয়ারিশ লাশ প্রসঙ্গে রাজ্যপালের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফের একবার সরব হন পুরমন্ত্রী। বলেন, 'পদের অমর্যাদা করছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল পক্ষপাতিত্ব করছেন। আক্রমণ নয়, রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে হয়।'

অন্যদিকে, বেওয়ারিশ লাশ বিতর্কে রাজ্যবাসীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলেন রাজ্যপাল। সে বিষয়ে ফিরহাদের বক্তব্য, 'এই ঘটনার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও সম্পর্ক নেই। মৃতদেহ দাহ করার বিষয়টি কলকাতা কর্পোরেশনের কাজ। মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকারের কাজ নয় এটা। উনি মুখ্যমন্ত্রীকে টানছেন মানে রাজনীতি করছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে দিলীপ ঘোষ বা সুজন চক্রবর্তীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জড়াতে পারেন, কিন্তু উনি(রাজ্যপাল) রাজ্যের প্রধান। একজন বিরোধী দলনেতার মত কথা তাঁকে শোভা পায় না। রাজ্যপালের আচরণ পক্ষপাতমূলক।'

রাজ্যপাল ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন, পাল্টা টুইট পার্থর

কলকাতা, ১৩ জুন (হি. স.): ভুল তথ্য পরিবেশন করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে রাজ্যপাল। শনিবার টুইট করে এই অভিযোগেই সরব হলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন টুইটারে তিনি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কড়া সমালোচনা করেন। বলেন, 'ভুল তথ্য পরিবেশন করে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না'।কয়েকদিন আগে আদি গড়িয়া মহাশ্মশানে ১৪ টি বেওয়ারিশ লাশ পোড়ানো নিয়ে বিতর্ক দানা বাধে। স্থানীয় মানুষ সেগুলি করোনায় আক্রান্তদের দেহ বলে পোড়াতে বাধা দেয়। এরপরই ঘটনা তীব্র আকার ধারণ করে। সোশাল মিডিয়াতেও সেই ভিডিও ভাইরাল করা হয়। তারপরই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর টুইট করে এর তীব্র নিন্দা করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় পালটা টুইট করেন। একইসঙ্গে ওই নিজের পোস্টে কেএমসি কমিশনার ও এনআরএস হাসপাতাল সুপারের অর্ডার কপি জুড়ে দেন তিনি। পার্থবাবু লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাগাতার মানুষের হীতে কাজ করছে। মাননীয় রাজ্যপালের কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা মিথ্যা সংবাদ এবং ভুল তথ্য না ছড়িয়ে আমাদের সহায়তা করবেন।'প্রসঙ্গত, কেএমসি তরফে প্রকাশিত অর্ডারের কপিতে বলা হয় ধাপা শ্মশানে করোনায় আক্রান্তদের মৃত দেহ দাহ করার জন্য নির্ধারিত হওয়ায় ১৪ টি বেওয়ারিশ লাশ পোড়ানোর জন্য আদি গড়িয়া মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে এনআরএস হাসপাতালের সুপার শৈবাল কুমার মুখোপাধ্যায় তার অর্ডার কপিতে স্পষ্ট ভাবে জানান, কলকাতার বিভিন্ন পুলিশ

আর্টিস্ট ফোরাম এর কার্যকরী পদ থেকে ইস্তফা চার সদস্যর

কলকাতা, ১৩ জুন (হি. স.) : আর্টিস্ট ফোরাম এর কার্যকরী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন চারজন সদস্য। ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক সহ আরও তিনজন তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরে এলেন। ফোরামের এই অন্তর্দন্দ্বে শিল্পীরাই আরও কোণঠাসা হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে।

সোহন বন্দোপাধ্যায়, রানা মিত্র, সাগ্নিক সাঁতরা ও সপ্তর্ষি রায়- এই চারজন সদস্য ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, কার্যকরী সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করেই প্রধান তিনটে দাবি-সহ ১০-১২টা বিষয় মুছে ফেলেই সই করেন আর্টিস্ট ফোরামের তরফে শঙ্কর চক্রবর্তী, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবদূত ঘোষ। ফোরাম যে দাবিগুলো নিয়ে প্রথমে আপত্তি তুলেছিল, সেই জায়গা থেকে সরে আসায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সপ্তর্ষি রায়, সাগ্নিক, সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণা মিত্র।

সপ্তর্ষি রায় জানান, "প্রায় সাতবছর ধরে নিঃস্বার্থভাবে আর্টিস্ট ফোরামের সঙ্গে ছিলাম। অনেক কিছু মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু এবার আর আপোষ করা সম্ভব হল না। তাই বেরিয়ে এলাম।" এমনিতেই শুটিং একদিন পিছিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কলাকুশলীদের স্বাস্থ্যবিমার বিষয়টি। প্রযোজক, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ ও আর্টিস্ট ফোরাম একসঙ্গে বিমার রাশি দেওয়ার কথা হয়। কিন্তু সেই বিমার কাগজপত্র আসতে সময় লাগে ১২ থেকে ১৪ দিন। এর মধ্যে কোনও শিল্পীর কিছু হয়ে গেলে সেই দায়িত্ব নিতে চ্যানেল অস্বীকার করে। তারপরেই বেঁকে বসে আর্টিস্ট ফোরাম।যদিও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠকে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে বলেই জানা গিয়েছিল। যথারীতি ১১ জুন থেকে শুটিংও শুরু হয়। জানা গিয়েছে, মিটিংয়ে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ সর্বতোভাবে সাহায্য করতে রাজি হয়। লিখিত দিতে না চাইলেও মৌখিকভাবে তারা একটা ফান্ড মোবিলাইজ করার কথা হয়েছে। সূত্রের খবর, লিখিত কেন নেওয়া হল না, তাই নিয়েই আর্টিস্ট ফোরামের অন্দরেই মতবিরোধ হয়। তারপরই ইস্তফাপত্র জমা দেন এই চারজন। যদিও ফোরামের পক্ষ থেকে তা এখন মেনে নেওয়া হয়নি বলে দাবি করা হচ্ছে।

সম্পন্ন

● প্রথম পাতার পর

হয় ৭ম ব্যাটেলিয়ান ক্যাম্পে। সেখানে ব্যাটেলিয়ানের কমানডেন্ট সহ বাহিনীর জওয়ানরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাতে নিজ বাড়ি যাত্রাপুর থানাধীন থলি বাড়িতে। সেকানেই অগণিত মানুষের অশ্রুজলে মৃত টি এস আর জওয়ানের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। বাহিনীর কমানডেন্ট জানান, মৃত জওয়ানের পরিবারের পাশে রয়েছেন তারা। যাবতীয় সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে পরিবার পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

তাঁরা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে ছুটে আসেন দোকানের মালিক বিমল দাস। এদিকে, জওয়ানরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। ততক্ষণে খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

আগুন কীভাবে লেগেছে তা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি দোকান মালিক। তাঁর দাবি, আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেও ওই দোকানের পার্শবর্তী টিএসআর আবাসে আগুন লেগেছিল। শর্ট সার্কিট থেকে সেদিন আগুন লেগেছিল। আজও শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত নিয়ে স্পষ্টভাবে কেউ কিছু বলেননি।

বন্ধন ১৫ই

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে প্রদান। কৈলাশহর -কুমারঘাট ব্রিজ দ্রুত মেরামত করা সহ ১১ দফা দাবি। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য বিরজীৎ সিনহা, কৈলাশহর জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান সহ কৈলাশহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কংগ্রেস নেতা কর্মীরা।

নাগরিক

● প্রথম পাতার পর

গেছেন।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার শঙ্কর দেবনাথ জানিয়েছেন, আগরতলা আইসিপি-তে করোনা সংক্রমণের সময় ইমিগ্রেশনের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ১৪ দিনের জন্য একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। আজ ইমিগ্রেশনে নতুন কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতি

● প্রথম পাতার পর

ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, চাযে বৈচিত্র আনা, জৈব পদ্ধতিতে চাষ, কৃষি ঋণ, শষ্য বীমা ইত্যাদি। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে ধানের পরেই ভূট্টা চাষে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তথ্য উল্লেখ করে অধিকর্তা জানান, চলতি বছরে ২ লক্ষ ৬১ হাজার হেক্টর জমিতে ধান, ২১ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা, ৩৪ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ডাল, ২ হাজার হেক্টর কাউন চাষ করার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৪১ হাজার হেক্টর জমিতে সজী, ৫৪ হাজার ৮২০ হেক্টরে ফল, ১৩ হাজার ৫০০ হেক্টরে বাদাম, ৭ হাজার ৪০০ হেক্টরে মশলা, ৮ হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে অধিকর্তা জানান। তিনি বলেন, উৎপাদন খরচের তুলনায় আয় যে সকল ক্ষেত্রে বেশি হয় তার নিরিখেই চাষে প্রাধান্য দিয়ে থাকে দপ্তর।

কৃষি অধিকর্তা ড় সরকার বলেন, ন্যাশন্যাল ফুড সিকিউরিটি মিশন এবং রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা চলতি বছরে ১০ হাজার ৫০০ হেক্টরে মাসকালাই, ১২ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা, ৫ হাজার হেক্টরে সরিষা, ২২০০ হেক্টরে বাদাম চাষ করা হবে। এর জন্য মোটে ব্যয় হবে ২৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। মাসকালাই চাষের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে কৃষকদের ৯০০০ টাকা করে চাষের খরচ দেওয়া হবে বলে জানান অধিকর্তা। তাঁর দাবি, চলতি বছরে ১৫০০ হেক্টর জমিতে আখ চাষের লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে চাষের খরচ বাবদ কৃষকদের দেওয়া হবে ২০ হাজার টাকা।

কৃষি অধিকর্তা জানান, উদ্যান চাষের ক্ষেত্রে চলতি বছরে লক্ষমাত্রা ৩০৭৭ হেক্টর। এর মধ্যে ড্রাগন ফুট, লিচি, গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সজী, মশলা, ফুল, আনারস ইত্যাদি চাষের লক্ষমাত্রা রয়েছে। কৃষি অধিকর্তা ড় সরকার জানান, চলতি বছরে ৬৬ হাজার ৪২৫ জন কৃষক কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ২১৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী ফসলবীমা যাজেনায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার কৃষক আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন। আউস সিজনের জন্য ১৬৪০ জন কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। আমনের ক্ষেত্রে ১৫ জুলাই ২০২০ এরমধ্যে নাম নথিভুক্ত করণের সময় ধার্য করা হয়েছে বলে অধিকর্তা জানিয়েছেন। কৃষি অধিকর্তা জানিয়েছেন, চলতি বছরে ৩ হাজার ২৭৫ মেট্রিক টন বিভিন্ন জাতের উন্নতমানের বীজ কৃষকদের সরবরাহ করা হবে। ৭৩৭১টি কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়া হবে। ১০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৪ হাজার ১৪৫ মেট্রিক টন ধান কৃষকদের থেকে সহায়কমুল্যে ক্রয় করা হয়েছে। ২৫ কোটি ২২ লক্ষ টাকা কৃষকরা পেয়েছেন বলে অধিকর্তা জানিয়েছেন। এছাড়াও কৃষকদের ৮০টি মুড়ি তৈরি করার মেশিন, ৮০টি মিনি অয়েল মিল এবং ১০০ টি আখ ক্রাশ করার মেশিন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অধিকর্তা।

এদিন সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের এই পর্যালোচনা সভায় কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত) এস কে রাকেশ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপুর্ব রায়, বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গয়েল, উদ্যান পালন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড় ডি পি সরকার এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুলগাম ও অনন্তনাগে বড় সাফল্য পৃথক অভিযানে নিকেশ ৪ জন জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৩ জুন (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম এবং অনন্তনাগ জেলায় পৃথক অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৪ জন সন্ত্রাসবাদী। কুলগাম জেলার নিপোরা এলাকায় নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি এবং অনন্তনাগ জেলার লাল্লান এলাকায় নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কুলগাম জেলার নিপোরা এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযানে খতম হয়েছে দু''জন জঙ্গি। অপরদিকে, অনন্তনাগ জেলার লাল্লান এলাকায় খতম হয়েছে দু''জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি। উদ্ধার করা হয়েছে দু''টি পিস্তল এবং তিনটি গ্রেনেড।

চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ

তিনের পাতার পর

এমনটাই জানিয়েছেন প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

চিকিৎসকরা বারবার জানিয়েছেন, করোনার হাত থেকে বাঁচার জন্য যে পোশাক মাস্ক গ্লাভস জুতো পড়া হচ্ছে সেগুলিকে ব্যবহার করার পর যথাস্থানে ফেলতে হবে। অন্যথায় ব্যবহৃত সামগ্রী থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। শুধু যথাস্থানে ফেলা নয় সেগুলিকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে নিষ্পত্তিও করতে হবে। কিন্তু সেই সব কিছুর তোয়াক্কা না করেই যত্র তত্র দেখা যাচ্ছে পড়ে থাকছে ব্যবহৃত মাস্ক, পোশাক। তবে শুধু রাস্তাতেই নয় একই ছবি দেখা গেছে শহরের একাধিক হাসপাতালেও। কিছুদিন আগেই কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গ্রীন বিল্ডিঙের সামনে পড়ে ছিল ব্যবহৃত মাস্ক, পিপিই পোশাক জুতোর কভার। আর সেখান দিয়েই যাতায়াত করছিলেন রোগীর পরিজনেরা। এমনকি সাফাই কর্মীরাও সংক্রমণের ভয় সেগুলি পরিষ্কার করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন, কলকাতা পুরসভার রাস্তায় দেখা যাচ্ছে একাধিক ব্যবহৃত মাস্ক পড়ে থাকতে। সে ক্ষেত্রে সাফাই কর্মীরা কিছু ক্ষেত্রে তা পরিষ্কার করতে বাধ্য হচ্ছেন আবার কিছু ক্ষেত্রে সেগুলি এড়িয়েই চলে যাচ্ছেন। পরিষ্কার করতে গেলে সাফাই কর্মীদের সংক্রমনের ভয় থেকে যাচ্ছে আবার রাস্তায় ফেলে রাখলে সেগুলি থেকে সাধারণ মানুষের সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম জানান, 'রাস্তায় ব্যবহৃত মাস্ক পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। তার কারণ মাস্ক এর মধ্যেও সংক্রমণ থাকতে পারে।

রাজ্যে আরও একটি অনলাইন দোকানের উদ্বোধন হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। রাজধানী আগরতলার প্রতাপগড়ে লাইভসি ডট ইন নামে একটি অনলাইন দোকানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে শনিবার। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এর উদ্বোধন করেন। শ্রীবর্ণন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, যারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন তারা তাদের নিজেদের আয়ের উৎস বাড়িয়েছেন এবং অন্যকে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। এই দোকান থেকে অনলাইনে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী কেনাটাকা করা যাবে। এইসব পণ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে লোকবলের প্রয়োজন। তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন হবে তেমনি বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বিশেষ করে মুদির দোকানের জিনিষপত্রের প্রয়োজন হবে তা সহজেই ক্রেতাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। যারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকেও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সরবরাহ

● প্রথম পাতার পর

কারফিউ জারি রয়েছে।এই অবস্থায় নাগরিকদের রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় তার জন্যই জেলা প্রশাসন এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

করেন তিনি।একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির এই ধরনের বর্বরোচিত আক্রমণকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। দাবি উঠছে গণেশ মণ্ডলকে অতিসত্বর গ্রেফতার কারার দাবি উঠেছে। এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

অতিক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

তৃতীয়াংশই পাঁচটি রাজ্য থেকে হয়েছে। করোনায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের বড় শহরগুলি। এদিনের বৈঠকে বিপুল পরিমাণে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা পরিষেবা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেন প্রধনমন্ত্রী।বৈঠকে জরুরি পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা তৈরির জন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতে বলেন প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী দফতরের প্রিন্সিপাল সেকেটারি, ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, হেলথ সেক্রেটারি, আইসিএমআরের ডিজি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১১ হাজারের বেশি। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,০৮, ৯৯৩।

বিল

● প্রথম পাতার পর

তবে এক ভারতীয় আধিকারিক ইঙ্গিত দিয়েছেন, নেপাল যে সীমান্ত বিতর্ক তৈরি করছে, সেই বিষয়টি নজরে রেখেছে নয়াদিল্লি এবং ভারত-বিরোধী ভাবাবেগ উসকে দেওয়ার চেষ্টাতেও হতাশ নরেন্দ্র মোদী সরকার।

কূটনৈতিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই দলের মধ্যে কোণঠাসা ওলি। জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে ভারত-বিরোধী মনোভাব আরও উস্কে দিয়ে দলের মধ্যে নিজের স্থান পোক্ত করলেন তিনি। একইসঙ্গে ঘরোয়া রাজনীতিতেও ওলির ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হল বলেই মত কূটনৈতিক মহলের।

জামিন

● প্রথম পাতার পর

চাকরিচ্যুত শিক্ষক কমল দে বলেন, কাল রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় পুলিশ। রাতভর থানায় বসিয়ে রাখা হয়। আজ আমাকে জানানো হয়েছে, আমাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিনি বলেন, চাকরির দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবেই আন্দোলনে নেমেছিলাম। কোনও ধরনের উশৃঙ্খল আচরণ করিনি আমরা। তবুও আমাদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আমাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু আমরা তাতে দমে যাব না। আরও বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপাব আমরা, হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি।

মৃত ১, আহত ১৫

পাচের পাতার পর

কাণ্ড ঘটিয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশেষজ্ঞ দল ছাড়াও ফরেন্সিক দলও রয়েছে। বিস্ফোরণের জেরে আশেপাশের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি।

আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৭

তিনের পাতার পর

সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। ৫৭ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে এবং ১ জনের চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

অপরাজিত ২৪৬ করেও 'স্বার্থপর' অপবাদ গায়ে মেখে পরের টেস্টে বাদ!

একটা জায়গায় জিওফ বয়কট একেবারেই আলাদা। ঠোঁটকাটা স্বভাবের কথা বলা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে বয়কটের যথেষ্টই সুনাম থাকার পরও মনের কথা অকপটে বলে ফেলার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীসাথি আছে। তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়ছে ইয়ান চ্যাপেলের কথা। চ্যাপেলদের বড় ভাই কোনো কিছু নিয়ে সমালোচনা করলে তাতে লবণ ও মরিচ দুটোই মিশে থাকে। জিওফ বয়কটের যে অনন্য তার কথা বলা হচ্ছে, সেটি ক্রিকেটীয়ই। ক্রিকেট ইতিহাসে বয়কটই একমাত্র ব্যাটসম্যান, টেস্টে নিজের সর্বোচ্চ স্কোরের কথা উঠলে যাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। সেই সর্বোচ্চ স্কোর অপরাজিত ২৪৬। টেস্ট ক্রিকেটে যেটি তাঁর একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরিও। মন খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ, এই ইনিংস খেলার পর তিনি পরের টেস্ট থেকে বাদ পড়েন।

ডাবল সেঞ্চুরি করার পরও পরের টেস্ট থেকে বাদ পড়া ব্যক্তি বয়কট একা নন। ভারতের করুন নায়ার তো অপরাজিত ট্রিপল সেঞ্চুরি করেও পরের টেস্ট থেকে বাদ পড়েছেন। সেই ট্রিপল সেঞ্চুরিও মাত্র তৃতীয় টেস্টেই। জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিকে ট্রিপলে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রেও করুন নায়ার ছিলেন তৃতীয় (বাকি দুজন ববি সিম্পসন ও স্যার গ্যারি সোবার্স)।

এমন ক্রিকেটারও আছেন, অপরাজিত ডাবল সেঞ্চুরি করার পরও যিনি শুধু পরের টেস্ট থেকেই বাদ পড়েননি, সেটিই হয়ে গেছে তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচ। জ্যাসন গিলেস্পির সেই ডাবল সেঞ্চুরি বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০০৬ সালে চট্টগ্রাম টেস্টে নাইটওয়াচম্যান হিসেবে ব্যাটিং করতে নেমে ডাবল সেঞ্চুরি করে ফেলার পর সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন সম্ভবত তিনি নিজেই। অস্ট্রেলিয়ার পরের টেস্টে গিলেস্পির বাদ পড়ায় এই ডাবল সেঞ্চুরি কোনো ঢালই হতে পারেনি। তাঁকে তো আর ব্যাটিংয়ের জন্য দলে নেওয়া হয়নি। গিলেস্পি অবশ্য বলতেই পারেন, যে জন্য নেওয়া হয়েছিল, সেই বোলিংয়েই আমাকে ব্যর্থ বলেন কীভাবে? স্পিন অধ্যুষিত সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া খেলতে নেমেছিল মাত্র দুজন ফাস্ট বোলার নিয়ে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ২০ ওভার বোলিং করে ব্রেট লির মাত্র একটি উইকেট। যেখানে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ ওভার বোলিং করেই বাংলাদেশের প্রথম তিনটি উইকেট নিয়েছেন গিলেস্পি, দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংই পেয়েছেন মাত্র ৪ ওভার। করুন নায়ারের বাদ পড়াটা বিরাট কোহলি প্রবর্তিত ভারতের নতুন দলীয় সংস্কৃতির পার্শ প্রতিক্রিয়া। ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নায়ার সুযোগ পেয়েছিলেন অজিঙ্কা রাহানের ইনজুরির কারণে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের পরের টেস্টের আগে কোহলি ঘোষণা করলেন, দুই বছর ধরে রাহানে ধারাবাহিকভাবে দলকে যা দিয়ে গেছেন, তাতে নিজের দোষ নেই, এমন একটা কারণে দলে তাঁর জায়গা কেড়ে নেওয়াটা অন্যায় হবে। অজিঙ্কা রাহানে তাই দলে ফিরলেন, ট্রিপল সেঞ্চুরি করেও বাইরে বসে থাকলেন করুন নায়ার। ৮২ রানের ঝকঝকে এক ইনিংস খেলে রাহানে অধিনায়কের মুখও রাখলেন।

অপরাজিত ২৪৬ রান করেও জিওফ বয়কটের বাদ পড়ায় এমন ভিন্নতর কোনো বিবেচনা ছিল না। এমন একটি ইনিংস খেলার পরও বাদ পড়েছেন বলেই তো বিস্ময়। সেই বিস্ময় আরও বাড়বে, যখন বলা হবে, এমন একটা ইনিংস খেলার কারণেই আসলে বাদ পড়েছিলেন বয়কট। তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল 'মাত্রাতিরিক্ত ধীরগতি'র ব্যাটিং করায়। কারণ হিসাবে এটি বললে তাও একটা ভদ্রতার আবরণ থাকত। ইংলিশ সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান ডগ ইনসোল আনুষ্ঠানিকভাবেই জানিয়ে দেন, জিওফ বয়কটকে বাদ দেওয়া হয়েছে স্বার্থপর ব্যাটিংয়ের কারণে।

জিওফ বয়কটের ওই মহা বিতর্কিত ইনিংস ১৯৬৭ সালে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে। সেটিও আবার বয়কটের হোমগ্রাউন্ড লিডসের হেডিংলিতে। নিয়মকে প্রমাণ করা দু"একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে দ্রুত রান করার 'দুর্নাম' জিওফ বয়কটের কখনোই ছিল না। অখণ্ড মনঃসংযোগ আর দুর্দান্ত টেকনিকে ভর করে রানের দিকে না তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাটিং করে যাওয়াটাই ছিল তাঁর ট্রেডমার্ক। যে কারণে মনে একটা প্রশ্ন জাগতে বাধ্য, এই ইনিংসে বয়কট এমন কী করেছিলেন যে, এমন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন নির্বাচকেরা?

পুরো ইনিংসের পরিসংখ্যান থেকে এর উত্তর পাওয়া কঠিন। ৫৭৩ মিনিটে ৫৫৫ বল খেলে বয়কটের ওই অপরাজিত ২৪৬। চার মেরেছেন ৩০টি, ছয় ১টি। স্ট্রাইক রেট ৪৪.৩২। এখনো একেবারে আঁতকে ওঠার মতো কিছু নয়। সেই সময়ের বিচারে তো আরও না। এটি পুরো ইনিংসের হিসাব। ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন কত বলে, তা কোথাও খুঁজে পেলাম না। তবে রেকর্ড ঘেঁটে বলের হিসাবে টেস্টে সবচেয়ে ধীরগতির ১৪টি ডাবল

সেঞ্চুরির যে তালিকাটি পাচ্ছি, তাতে বয়কটের নাম নেই। তাহলে এই ইনিংস নিয়ে এত হইচই হয়েছিল কেন? এমনও নয় যে, বয়কটের এই ইনিংসের কারণে ইংল্যান্ড জয়বঞ্চিত হয়েছে। ইংল্যান্ড ৪ উইকেটে ৫৫০ রান করে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পর ভারত অলআউট হয়ে গিয়েছিল মাত্র ১৬৪ রানে। ফলো অন করতে নেমে মনসুর আলী খান পাতৌদির ১৪৮ রানের দারুণ এক ইনিংসের কল্যাণে ভারত ৫১০ রান করে ফেললেও ইংল্যান্ড হেসেখেলে ৬ উইকেটে জিতে যায়। সেটিও পঞ্চম দিনে ৪৭.৩ ওভারেই। তাহলে বয়কটের ওপর এমন খড়্গ নেমে এসেছিল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে টেস্টের প্রথম দিনে ফিরে যেতে হবে। টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে দিন শেষে ইংল্যান্ডের রান ৩ উইকেটে ২৮১। সেই সময়ের বিচারে অনেক ভালো। তবে নির্বাচকদের চোখে সেটি বয়কটের কারণে হয়নি, সেটি হয়েছে বয়কট থাকা সত্ত্বেও। সারা দিন ব্যাটিং করে বয়কট অপরাজিত ১০৬ রানে। সেশন ধরে ধরে হিসাব করলে আরও পরিষ্কার হবে চিত্রটা। লাঞ্চ পর্যন্ত প্রথম সেশনে বয়কট করেছেন ২৫ রান। মাঝখানে একটা সময় ৪৫ মিনিট কোনো রান করতে পারেননি। দ্বিতীয় ঘণ্টায় রান তাই ৮। লাঞ্চ থেকে টি পর্যন্ত সময়ে বয়কটের বিচারে রীতিমতো 'ঝোড়ো ব্যাটিং' করে ৫০ রান, শেষ সেশনে করেছেন ৩১।

বয়কটের ব্যাটিংয়ের ধরন জেনেও ব্রিটিশ প্রেস কেন সম্মিলিতভাবে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা একটা রহস্য বটে। পরের দিন ইংল্যান্ডের সব পত্রিকায় একযোগে বয়কটের মুণ্ডুপাত করা হলো। একেক পত্রিকার একেক ভাষা। তবে সুরটা সর্বজনীন। বয়কট যে ব্যাটিং করেছেন, সেটি মাঠ থেকে দর্শক তাড়ানোর ব্যাটিং। পরদিন চার ঘণ্টারও কম সময়ে ১৪০ রান করে ফেলায় সেই সমালোচনার কোনো ভূমিকা নেই বলে বরাবরই দাবি করে এসেছেন বয়কট, তবে সর্বনাশ যা হওয়ার তা প্রথম দিনেই হয়ে গেছে। নির্বাচকদের করণীয়টাও বলে দিয়েছে 'ডেইলি মিরর' পত্রিকা। 'স্লিং বয়কট আউট!' শিরোনাম যেন চিৎকার করছে পত্রিকার পাতায়। এর ওপরে ছোট টাইপে যা লেখা, সেটির মর্মার্থ: হামাগুড়ি দেওয়া এই ব্যাটিংয়ের পর বয়কটকেও ব্যারিংটনের মতো শাস্তি দেওয়া উচিত।

তা এখানে ব্যারিংটন আসছেন কোত্থেকে? আসছেনই না, প্রবলভাবে আসছেন। ডাবল সেঞ্চুরি করার পরও বয়কটের বাদ পড়ায় প্রচ্ছন্ন ভূমিকা আছে তাঁর ইংল্যান্ড টিমমেট কেন ব্যারিংটনেরও। দুই বছর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এজবাস্টনে সেঞ্চুরি করার পরও পরের টেস্টে ব্যারিংটনকে বাদ দিয়েছিল ডগ ইনসোলের এই নির্বাচক কমিটিই। অপরাধ একই রকম। ১৩৭ রান করতে ব্যারিংটন ৪৩৫ মিনিট লাগিয়ে ফেলেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, সেই টেস্টেও ইংল্যান্ড অনেক সময় বাকি থাকতেই ৯ উইকেটে জিতেছিল। ব্যারিংটনের জন্য এক বিচার, আর বয়কটের জন্য আরেকএটা তো আর হতে পারে না। লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে তাই বাদ দেওয়া হলো বয়কটকে। ব্যারিংটনের সময় যেটি সরাসরি বলা হয়নি, সেটিও এখানে আর গোপন থাকল না। 'স্বার্থপরতা'র সিল লাগিয়ে দেওয়া হলো বয়কটের গায়ে। যে দাগ তাঁকে বাকি ক্যারিয়ারজুড়ে বহন করতে হয়েছে বলে এখনো দুঃখ হয় বয়কটের। দুঃখের চেয়েও বেশি হয় রাগ। সিলেকশন মিটিংয়ে থাকলেও তাঁকে বাদ দেওয়ায় সেই সিরিজে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজের কোনো ভূমিকা ছিল না জানার পর তাঁর ওপর রাগটা কমেছে। তবে ডগ ইনসোলকে এখনো ক্ষমা করতে পারেননি। বিবিসির টেস্ট ম্যাচ স্পেশালে কমেন্টি করার সময় সহ-ধারাভাষ্যকার কখনো কখনো খোঁচা দিয়েছেন এ নিয়ে। রাগে গড়গড় করতে করতে বয়কট বলেছেন, জ্জদ্রন্দ্রনত্র-এর নামটা 'জ্জ'-এর বদলে 'ঙ' দিয়ে লেখা উচিত।

বয়কট নিজে তাঁর ব্যাটিংয়ে কোনো সমস্যা খুঁজে পাননি। বরং প্রথম দিনের পুরোটা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে পেরে তৃপ্তিই বোধ করেছিলেন। সেটির অবশ্য কারণও ছিল। ওই টেস্টের আগে তাঁর ফর্ম ছিল খুবই খারাপ। ৯টি ফার্স্ট ক্লাস ইনিংসে করেছেন মাত্র ১২৪ রান, কাউন্টি ক্রিকেটে একমাত্র 'পেয়ার'টিও ওই সময়ে। লিডস টেস্টে তাই তাঁর দলে জায়গা পাওয়া নিয়েই সংশয় ছিল। ওই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে টেস্টে প্রায় আড়াই শ রান করা শুধু স্কিল নয়, প্রচণ্ড মানসিক শক্তিরও প্রমাণ। ব্রায়ান ক্লোজও পরে এই কথাটাই বলেছিলেন, 'অন্য সময় হলে জেদ আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার একটা উদাহরণ হতো এই ইনিংস। কিন্তু টেস্টের প্রথম দিন বলেই সেটি সবার অমন চোখে লেগেছে।'কেন ব্যারিংটন: বয়কটের মতো অভিজ্ঞতা আগেই হয়েছিল তাঁর। ছবি:সংগৃহীত

টেস্টের প্রথম দিন বলে সমস্যা হবে কেন, সেটা অবশ্য বোঝা কঠিন। টেস্টের প্রথম দিন তো জয়ের পথযাত্রার বাকি চার দিনের ভিত্তি গড়ার দিন। ধীরগতির ব্যাটিং তো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে প্রতিপক্ষকে কোনো টার্গেট সেট করতে দেওয়ার সময়, বা নিজেরা রান তাড়া করার সময়। ও হ্যাঁ, ফিল্ডিংয়ের সময় অ্যাংকেলে চোট পাওয়ায় ওই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংই করেননি বয়কট। তাঁর বদলে ওপেন করেন প্রথম ইনিংসে ৩ নম্বরে ব্যাটিং করা কেন ব্যারিংটন। বয়কটের বাদ পড়ায় তাঁর যে প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল, সেটি তো বলেছিই। প্রত্যক্ষ ভূমিকাও যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। এমনিতে ব্যাটিং করার ধরনে ব্যারিংটনকে বলতে পারেন বয়কটের ছোট ভাই। স্টোনওয়ালার হিসেবেই যিনি বেশি বিখ্যাত। প্রথম ইনিংসে বয়কটের সঙ্গে ১৩৯ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে সেই ব্যারিংটনের অবদান ৯৩। বয়কটকে আরও বিরক্তিকর করে তোলায় যা কিছুটা হলেও ভূমিকা রেখেছে। বয়কটের সঙ্গে ভুল—বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে যাওয়ায় সেঞ্চুরি পাননি, তবে দ্বিতীয় ইনিংসেও ৪৬ রান করে ব্যারিংটনই সে টেস্টে ম্যান অব দ্য ম্যাচ। সেঞ্চুরি করেও ধীরগতির ব্যাটিংয়ের কারণে বাদ পড়াতেই শুধু এই দুই ইংলিশ গ্রেটের মিল শেষ নয়, চাইলে আরেকটি কাকতালীয় যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায় দুজনের মধ্যে। ১৯৬৭ সালের যে দিনে বয়কটের ওই অপরাজিত ২৪৬ রান, ১২ বছর আগে ঠিক সেই দিনেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল কেন ব্যারিংটনের। ইংল্যান্ডের পক্ষে এখনো তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যাটিং গড়ের (৫৮.৬৭) মালিকের টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল শূন্য রানে আউট হয়ে।

বাদ পড়ার পর বয়কট কী করেছিলেন, সেটি না বললে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চ্যাম্পিয়নরা যেভাবে জবাব দেয়, বয়কটও সেভাবেই দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড যখন লর্ডসে ভারতের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ খেলছে, কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে রানবন্যা বইয়ে দেন। চার ইনিংসে করেন ৫৮৪ রান। আউট মাত্র একবার। এজবাস্টনে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে আবারও ফেরেন ইংল্যান্ড দলে। তবে সেই ফেরাটা সুখকর হয়নি। হয়তো ওই অপবাদ দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করছিল বলেই। নিজের মানসিক অবস্থাটা বোঝাতে বয়কট পরে বলেছেন, 'যদি একটি মেডেন ওভার দিয়ে দিই, এই ভয়েই আমি তটস্থ ছিলাম। মনে হচ্ছিল, পুরো প্রেসবক্স আমার একটি ডিফেন্সিভ শট খেলার অপেক্ষায় ওত পেতে আছে।' প্রথম ইনিংসে ২৫ রান করার পর বিষেন সিং বেদীকে ডাউন দ্য উইকেট মারতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে যাওয়ার কারণটা তাই অনুমান করাই যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ রান করার পরই বোল্ড হয়ে যান ভেংকটারামন সুব্রামানিয়ার বলে। যাঁর বলের গতি নিয়ে পরে বয়কট রসিকতা করেছেন, 'ফালতু এক মিডিয়াম পেসার, বোলার হিসেবে যে কিনা প্রায় আমার মতোই দুর্দান্ত।'

১০৮ টেস্টে ৮১১৪ রান করেছেন। সেঞ্চুরি ২২টি। মাঝখানে তিন বছরের জন্য স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে না গেলে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রান করার কীর্তিটাও তাঁরই হতো। জিওফ বয়কটের সঙ্গে দেখা হলে এসব নিয়ে কথা বলতে পারেন। তবে ভুলেও টেস্টে তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংসের কথা তুলবেন না। বদমেজাজি হিসেবে কিন্তু জিওফ বয়কটের বিশেষ "সুনাম" আছে!

পাকিস্তানকে ৫ কোটি টাকায় উড়িয়ে নিচ্ছে ইংল্যান্ড

কোভিড-১৯ মহামারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরানোর সবচেয়ে বড় উদ্যোগটা নিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। গ্রীষ্মটা তারা শুরু করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে। এরপরই হবে পাকিস্তান সরিজি। পাকিস্তান দলকে ভাড়া করা বিমানে ইংল্যান্ডে নিচ্ছে ইসিবি, এতে তাদের খরচ করছে ৫ লাখ পাউন্ড বা সাড়ে ৫ কোটি টাকা। আগস্টে তিন টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পাকিস্তান ইংল্যান্ডে রওনা দেবে এ মাসেই। আগামী ২৬ থেকে ২৯ জুনের মধ্যে ২৯জন খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, কর্মকর্তারা ধাপে ধাপে রওনা দেবেন ইংল্যান্ডে। আইসিসির নির্দেশনা অনুযায়ী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে প্রতিটি দলকে ভ্রমণ করতে হবে ভাড়া করা বিমানে। সে নির্দেশনা মেনেই পাকিস্তান দল চাটার্ড বিমানে যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। আগেই বলা হয়েছে, বিমানভাড়ার পুরোটাই দিচ্ছে ইসিবি, খরচ পড়ছে সাড়ে ৫ কোটি টাকা। পাকিস্তানের বিমান ভাড়া কেন ইসিবি দিয়ে দিচ্ছে? ইসিবির আশা, আগস্টে পাকিস্তান সিরিজে তারা ৭৫০-৮০০ কোটি টাকা আয় করবে। সেক্ষেত্রে এই মহামারির মধ্যে পাকিস্তানকে সমাদর করে নিতেই পারে ইসিবি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পাকিস্তান সিরিজ খেলবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। তার আগে বার্মিংহামে দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে বাবর আজমদের। এক মাসের প্রস্তুতি শেষে সফরের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ৫ আগস্ট, ওল্ডট্রাফোর্ডে। পরের টেস্ট সাউদাম্পটনে।

করোনায় আক্রান্ত শহীদ আফ্রিদি

প্রায় সারা বিশ্বেই করোনার ছোঁয়া লেগেছে। সাধারণ মানুষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান, আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। খেলোয়াড়েরা এর বাইরে থাকেন কী করে! এরই মধ্যে পাওলো দিবালার মতো অনেক ফুটবলার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, আবার সুস্থও হয়েছেন। এবার জানা গেল, সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক ও অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদিও করোনায় আক্রান্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরটা দিয়েছেন আফ্রিদি নিজেই, টুইটারে আফ্রদি লেখেন, 'বৃহস্পতিবার থেকেই আমি অসুস্থতা অনুভব করছি। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। আমি পরীক্ষা করাই এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমার করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য সবার প্রার্থনা দরকার।'

করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছিলেন আফ্রিদি। নিজের ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্নভাবে দেশের মানুষকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম যখন বাংলাদেশের করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য নিজের ব্যাট নিলামে তুলেছিলেন, সেটাও প্রায় ১৭ লাখ টাকায় কিনে নিয়েছিল আফ্রিদির ফাউন্ডেশন।

শোয়েব বলছেন, সব ফালতু কথা

দুর্দান্ত স্ট্রোকমেকার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। তবুও সৌরভ গাঙ্গুলীকেও কখনো কখনো অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গেছে শোয়েব আখতারের গতি আর শর্ট বলের সামনে। অনেকে তো বলেছেন, শোয়েবকে খেলতে নাকি ভয় পেতেন সৌরভ। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস অবশ্য বলছেন উল্টোটাই। না, সৌরভ মোটেও ভয় পেতেন না তাঁকে। খেলোয়াড়ি জীবনে সৌরভ-শোয়েব ছিলেন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের বড় তারকা। আইপিএলের সৌজন্যে দুজন আবার খেলেছেন এক দলেও (কলকাতা নাইটরাইডার্স)। একে অন্যকে তাই দুভাবেই দেখার অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের। কদিন পর পর কথার বোমা ফাটিয়ে অভ্যস্ত শোয়েব হয়তো সে কারণেই সৌরভকে নিয়ে বিস্ফোরক কোনো মন্তব্য করেননি। সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক ও বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতিকে নিয়ে বিনয়ী সাবেক পাকিস্তানের গতিতারকা, "অনেকে বলে ফাস্ট বল খেলতে সে ভয় পেত, আমাকে খেলতেও ভয় পেত। সব ফালতু কথা। সৌরভ গাঙ্গুলী ভীষণ সাহসী ব্যাটসম্যান। একমাত্র ওপেনার যে নতুন বলে আমাকে মোকাবিলা করতে পারত।" সৌরভ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান না হলে শোয়েবের মন্তব্য একই রকম থাকত কিনা, সেটি নিয়ে যদি প্রশ্নও উঠলে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের পরের কথায় সেটিও দূর হয়ে যাওয়ার কথা, "সে জানত তার হাতে শট নেই। আমি তার পাঁজর লক্ষ্য করতাম। সে কিন্তু পিছিয়ে যেত না। রান করে যেত, আমি একে বলব সাহসিকতা।" ক্রিকেট

ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান, এই স্বীকৃতি ছাপিয়ে সৌরভ বোধ হয় বেশি খ্যাতি পেয়েছেন সফল অধিনায়ক হিসেবেই। শোয়েবও তাই মনে করেন। যতই মাহেন্দ্র সিং ধোনি তিনটি বৈশ্বিক শিরোপা এনে দেন ভারতকে, শোয়েবের চোখে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে সেরা অধিনায়ক সৌরভই, "যদি ভারতের কথা বলি, অবশ্যই সৌরভ গাঙ্গুলী। তার চেয়ে সেরা অধিনায়ক দ্বিতীয়টি পায়নি ভারত। ধোনি দুর্দান্ত অধিনায়ক। কিন্তু একটা দলকে গড়ে তোলার কথা যখন বলবেন, গাঙ্গুলী তার কাজটা খুব ভালোভাবে করেছে।"

গণমাধ্যমে কথা বলতে মানা বিসিসিআই কর্মীদের

বিসিসিআই তাদের কর্মীদের গণমাধ্যমকে এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অন্দর মহলের খবর হরহামেশাই বাইরে চলে আসছে। আর এতে বেশ চটেছেন বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা। এখন থেকে কোনো কর্মী বোর্ডের অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমে কথা বলতে পারবে না। আর কেউ যদি কোনোভাবে গণমাধ্যমে কথা বলেন, তাঁকে পড়তে হতে পারে শাস্তির মুখে।

বিসিসিআইয়ের মুম্বাই ও বেঙ্গালুরু অফিসের ক্রিকেট একাডেমির প্রায় ১০০ কর্মীকে একটা ইমেইল দেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহর অফিস থেকেই এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইমেলে জানানো হয়েছে, " আমাদের বিসিসিআইয়ের কর্মীদের অনেকে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে। এটা চাকরির চুক্তি বিরোধী এবং এতে প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাইরে পাচার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।"

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, "আশা করি আপনারা বুঝে বা না বুঝে কোনো তথ্য বা কোনো সাক্ষাৎকার বোর্ডের অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমে দিলে সেটার ব্যাপারে দ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে বিসিসিআইয়ের কেউ যদি কোনো রকম অনুমতি ছাড়া কোনো তথ্য গণমাধ্যম বা কোনো চ্যানেলে সরবরাহ করেন তাহলে তাঁকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এমনকি তার চাকরিও চলে যেতে পারে।"

আরপিএফের সাফল্য, অবৈধ টিকিট বিক্রির অভিযোগে ছয়জন ও পিতৃ হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার এক

গুয়াহাটি, ১৩ জুন (হি. স.) : রেল টিকিট অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগে ছয়জন-কে আটক করেছে। আরও এক ব্যক্তি-কে আইপিসি ধারায় আটক করা হয়েছে। পিতৃ হত্যার দায়ে রেল পুলিশ ওই ব্যক্তি-কে আটক করেছে।

আজ পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ভারতীয় রেলওয়ে ১ জুন থেকে ২০০টি যাত্রীবাহী ট্রেনের মাধ্যমে দেশজুড়ে পুনরায় ট্রেন পরিষেবা শুরু করেছে। এই ট্রেনগুলির বুকিং ২১ মে থেকে শুরু হয়েছে। ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ার পাশাপাশি রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীও (আরপিএফ) দালালী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ গত মে মাসে ছয়জন ব্যক্তিকে রেলওয়ের টিকিট অবৈধ বিক্রি করার অভিযোগে আটক করার পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে ২.৯১ লক্ষেরও অধিক টাকা উদ্ধার করেছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে মামলা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, বিশেষ সূত্রে এই ধরনের একটি ঘটনার খবর পেয়ে গুয়াহাটির গনেশগুড়িস্থিত "এ ২ জেড" নামে একটি ট্র্যাভেল এজেন্সিতে অভিযান চালায় আরপিএফ-এর একটি দল। দিশপুর থানার স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় সিআইবি/গুয়াহাটি, নিউ গুয়াহাটির আরপিএফ কর্মী এবং সিপিডিএস দল যৌথ অভিযান চালায়।

তাঁর দাবি, ওই অভিযানে মোটে ৪৫ টি রেলওয়ে ই-টিকিট উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওই টিকিটগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইডি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল। প্রায় ১.৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ওই টিকিটগুলির মধ্যে ৩৫ টি ব্যবহৃত টিকিট এবং ৩৫ টি অব্যবহৃত টিকিট ছিল। তাঁর কথায়, উদ্ধারকৃত সমস্ত ই-টিকিট এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি এজেন্সির মালিককে আটক করা হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, লামডিং-এর আরপিএফ লামসাখাং রেলওয়ে স্টেশন থেকে গত ৬ মে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। খেরনি থানার পুলিশ এই ব্যক্তি-কে নিজের বাবা-কে খুনের অভিযোগে খুঁজছিল। পরবর্তী সময়ে ধৃত ব্যক্তিকে মাইলো পুলিশ চৌকিতে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের চাপে আটক নাগরিককে ছেড়ে দিল নেপাল পুলিশ

পাটনা, ১৩ জুন (হি.স.) : অবশেষে ভারতের চাপে আটক করা ভারতের নাগরিককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল নেপাল পুলিশ। শুক্রবার বিহারের সীতামারিতে নেপাল পুলিশের গুলিতে এক ভারতীয় নিহত ও চারজন আহত হন।ওই সময় একজনকে আটকও করে নেপাল পুলিশ। তবে লগন কিশোর নামে ওই ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় নেপাল পুলিশ। শনিবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারত ফিরে নিজের দুর্দশার কথা জানালেন তিনি। এদিন তিনি জানান, গতকাল তিনি ও তাঁর ছেলে সীমান্তে গিয়েছিলে তাঁর ছেলের বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে, যিনি নেপালি নাগরিক। আচমকাই নিরাপত্তারক্ষীরা এসে তাঁর ছেলেকে ধাক্কা মারে। তিনি বাধা দিতে গেলে তাঁকে রুঢ় ভাষায় কথা বলে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আরও কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী এসে শূন্যে গুলি চালাতে শুরু করে, বলে জানান লগন। সেই সময় ভয় তাঁরা পালাতে গেলে তাঁকে আটক করা হয়, রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরে নেপালের সংগ্রমপুরে নিয়ে যাওয়া হয় বলেই অভিযোগ লগনের। পুরো ঘটনায় তলপেটে গুলি লেগে মারা যান বিকেশ যাদব নামের এক যুবক। আহত হয়েছেন উদয় ঠাকুর ও উমেশ রাম নামের দুই তরুণ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, নেপালেরপুলিশ তাঁকে জোর করেছিল এটা বলিয়ে নিতে যে তাঁকে নেপাল থেকেই ধরে আনা হয়েছে। তিনি তখন তাঁদের বলেন যে প্রাণ গেলেও আমি এটাই বলব যে আমি ভারত থেকে এসেছি।

করোনার জেরে সীমান্ত বন্ধ রেখেছে নেপাল। তারপর থেকে এই নিয়ে তৃতীয়বার অস্থিরতা হল এই অঞ্চলে। তবে প্রাণহানির ঘটনা

শনিবার আগরতলায় করোনা আক্রান্ত এক রোগীকে স্বাস্থ্য কর্মীরা কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যায়। । ছবি-নিজস্ব।

লাগাতার সপ্তম-দিন, ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল ও ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ জুন (হি.স.): রোজই বেড়ে চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য। এই নিয়ে পরপর সপ্তম-দিন, শনিবারও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল। শনিবার দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, সমস্ত মেট্রো শহরে দাম বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের। লাগাতার সাতদিনে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩.৯ টাকা এবং ডিজেল ৪ টাকা। ০.৫৯ পয়সা দাম বৃদ্ধির পর শনিবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ৭৫.১৬ টাকায়, কলকাতায় ০.৫৭ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ৭৭.০৫ টাকা, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.৫৭ পয়সা ও চেন্নাইয়ে ০.৫২ পয়সা করে বাড়ার পর পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৮২.১০ টাকা এবং ৭৮.৯৯ টাকা।

পেট্রোলের পাশাপাশি দাম বেড়েই চলেছে ডিজেলেরও। শনিবার ০.৫৮ পয়সা বাড়ার পর দিল্লিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৭৩.৩৯ টাকা, কলকাতায় ০.৫৩ পয়সা বাড়ার পর লিটারপ্রতি ডিজেলের দাম ৬৯.২৩ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। মুম্বইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.৫৫ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে ০.৫০ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দাম। মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম যথাক্রমে-৭২.০৩ টাকা এবং ৭১.৬৪ টাকা।

দিল্লিতে জুতোর ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল পশ্চিম দিল্লির উদ্যোগ নগর এলাকায় অবস্থিত জুতোর ফ্যাক্টরিতে। শনিবার সকালে উদ্যোগ নগর এলাকায় অবস্থিত দো-তলা জুতোর ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১১টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় দেড় ঘন্টার প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, সকাল ৫.৩৫ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১১টি ইঞ্জিন। সকাল সাতটার মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

ট্রাক্টরে ধাক্কা বেপরোয়া ট্রাকের, উত্তর প্রদেশে মৃত্যু ৩ জনের

হারদোই (উত্তর প্রদেশ), ১৩ জুন (হি.স.): বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছিলেন নিজ বাড়ি, কিন্তু আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই পরিণত হল বিষাদে! উত্তর প্রদেশের হারদোই জেলায় বেপরোয়া একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক্টরে। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, এছাড়াও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিলগ্রাম-কনৌজ হাইওয়েতে, পারসোলা গ্রামে।

মৃতদের নাম হল-রুবি সিং (৩৪) এবং তাঁর দুই মেয়ে গোমতি (১৩) ও অঞ্জলি (৪)।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরে ধাক্কা মারে। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৭ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশ সূত্রের খবর, পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘাতক ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৩৯ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ১১৪,৬১৩

ওয়াশিংটন, ১৩ জুন (হি.স.): আমেরিকায় করোনা-সংক্রমণ ও প্রাণঘাতী ভাইরাসে মৃত্যু থামার কোনও লক্ষণই নেই। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৮৩৯ জন। নতুন করে ৮৩৯ করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১১৪,৬১৩-তে পৌঁছেছে।

শনিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় (স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার রাত ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত) আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮৩৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬১৩-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় থামছেই না আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,০৪৪,৫৭২। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্বাধিক।

ভারতে ৩ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ মৃত্যু বেড়ে ৮,৪৯৮ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (হি.স.): করোনা-সংক্রমণের নিরিখে ব্রিটেনকে ইতিমধ্যেই পিছনে ফেলে দিয়েছে ভারত, তারপরও ফের নতুন রেকর্ড গড়ল ভারত। বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে শনিবার ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১,৪৫৮ জন, আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩৮৬ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৮৮৪ এবং সংক্রমিত ৩,০৮,৯৯৩ জন। সুস্থও হয়ে উঠছেন প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১,৫৪, ৩৩০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩,০৮,৯৯৩ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১,৪৫,৭৭৯)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,৮৮৪। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৫৪,৩৩০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৮,৮৮৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৮ জনের, বিহারে ৩৬ জনের, চন্ডীগড়ে ৫ জন, ছত্তিশগড়ে ৬ জন, দিল্লিতে ১২১৪ জনের, গুজরাটে ১৪১৪ জনের, হরিয়ানায় ৭০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৬ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫৩ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৮ জনের, কর্ণাটকে ৭৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১৯ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৪৪০ জন, মহারাষ্ট্রে ৩,৭১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ১০ জনের, পুদুচেরিতে দু"জন, পঞ্জাবে ৬৩ জন, রাজস্থানে ২৭২ জনের, তামিলনাড়ুতে ৩৬৭ জন, তেলেঙ্গানায় ১৭৪ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ২১ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৬৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৫১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার বৈঠক করবেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (হি. স): দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামীকাল, রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ এই নিয়ে শীর্ষ পর্যায় বৈঠক করবেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন, এইমসে অধিকর্তা রণদীপ গুলেরিয়া। বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা উপরাজ্যাপাল অনিল বৈজাল, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লিতে করোনা মোকাবিলা করার ক্ষমতা যে আম আদমি পার্টি নেই সেটা বুঝতে পেরেই এবার ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ অমিত শাহ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছে ২০০০ বেশি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যাবস্থাপক সংস্থার সদস্যরা। প্রসঙ্গ আগেই দিল্লির সরকারের তরফে জানা, হয়েছিল জুলাইয়ের শেষে দিকে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। তখন প্রয়োজন পড়বে ৮০ হাজার শয্যা। এদিন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, করোনা পরীক্ষার জন্য দরকার বিপুল পরীক্ষা করা। সেই জন্য আই সি এম আরের দিশা নির্দেশের প্রয়োজন

পাকিস্তানে করোনায় সংক্রমিত বেড়ে ১,৩২,৪০৫, মৃত্যু ২,৫৫১ জনের

ইসলামাবাদ, ১৩ জুন (হি.স.): পাকিস্তানে রোজই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। করোনা-প্রকোপে রীতিমতো ত্রস্ত পাকিস্তান, সংক্রমিত হয়েছেন পাক ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদিও। এই পরিস্থিতিতে শনিবার সকাল দশটা পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩২,৪০৫-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৫০,০৮৭ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৪৯,২৫৬ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১৬,৪১৫, বালোচিস্তানে ৭,৮৮৬, ইসলামাবাদে ৭,১৬৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,০৪৪, আজাদ কাশ্মীরে ৫৭৪।

পাকিস্তানে শনিবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,৫৫১ জনের। পাক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৭৯৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৯৩৮, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৬৪২, বালোচিস্তানে ৮০, ইসলামাবাদে ৭১, গিলগিট-বালতিস্তানে ১৬ জন এবং আজাদ কাশ্মীরে ১১ জন মারা গিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৫৫৬ জন, আফগানিস্তানে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪৫১

কাবুল, ১৩ জুন (হি.স.): আফগানিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ৫৫৬ জন। নতুন করে ৫৫৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আফগানিস্তানে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ২৪, ১০২। বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৪৫১ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ৪,২০১ জন।

শনিবার আফগান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছেন, শেষ ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫৬ জন এবং ১,০৪৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৭৩ জন।

বন্ধ হচ্ছে কাছাড়ের দুটি স্কুল, মাধ্যমিকে পাশের হার শূন্য, পুনর্বিবেচনার দাবি

শিলচর (অসম), ১৩ জুন (হি.স.) : চলতি ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে হাইস্কুল শিক্ষান্ত (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় রাজ্যের ১৭টি স্কুলের একজন ছাত্র বা ছাত্রী পাশ করতে না পারায় সেই সব স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই ফর্মানে বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

বন্ধের তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার দুটি স্কুলও। এগুলির মধ্যে একটি উধারবন্দ বিধানসভা এলাকার হ্যাপ্পি ভ্যালি হাইস্কুল এবং অন্যটি লক্ষ্মীপুর বিধনসভা এলাকার অন্তর্গত ফুলেরতলের খুনাউ হাইস্কুল। এই স্কুল দুটি যাতে বন্ধ করে না দেওয়া হয় এর জন্য আবেদন জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এদিকে উধারবন্দ বিধানসভা এলাকার হ্যাপ্পি ভ্যালি হাইস্কুল বন্ধ না করতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন দক্ষিণ উধারবন্দের জেলা পরিষদ সদস্য বেলিয়ারা বেগম। ইতিমধ্যে তিনি কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির মাধ্যমে একটি স্মারকপত্র পাঠিয়েছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উদ্দেশ্যে। জেলা পরিষদ সদস্য বেলিয়ারা বেগম তাঁর স্মারকপত্রে লিখেছেন, হ্যাপ্পি ভ্যালি হাইস্কুলটিতে প্রায় ৯৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী চা বাগানের এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

যাদের প্রায় সকলেই আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। এই হাইস্কুলটি আগে এমই স্কুল ছিল। ২০১৭ সালে এমই-কে আপগ্রেড করে হাইস্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার, এই স্কুলে নবম এবং দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর জন্য কোনও শিক্ষক নেই। এমই স্কুলের শিক্ষকরাই তাঁদের পাঠদান করে থাকেন। প্রায় ৬০০ ছাত্রকে পড়ানোর জন্য রয়েছেন পাঁচ জন শিক্ষক। এই ৬০০ জন পড়ুয়ার মধ্যে এক ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রায় ১৭০ জন। এদের প্রত্যেককে এমই স্তরের শিক্ষকরা পাঠদান করান। তাছাড়া এই স্কুলে রয়েছে মাত্র পাঁচটি শ্রেণি কক্ষ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কাছে তিনি অনুরোধ করেছেন, যাতে এর পরিকাঠামো উন্নত করে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে বেলিয়ারা বেগম আরও লিখেছেন, হ্যাপ্পি ভ্যালি হাইস্কুল যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে বিপাকে পড়বে প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা। কারণ এখান থেকে প্রায় ৬ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে রয়েছে অন্য হাইস্কুল। সবচেয়ে সমস্যার ব্যাপার, সেখানে যাতায়াতের জন্য কোনও বাস সার্ভিস নেই। তাই ইচ্ছে থাকলেও এলাকার ছাত্রছাত্রীদের এত দূর গিয়ে পড়াশোনা করা অসম্ভব হবে। অনুন্নত এলাকার পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নত করে এতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য দাবি রাখেন তিনি।

স্মারকপত্র প্রদান করে জেলা পরিষদ সদস্য বেলিয়ারা বেগম জানান, যেহেতু হ্যাপ্পি ভ্যালি হাইস্কুলে নবম এবং দশম শ্রেণির ছাত্রদের পড়ানোর জন্য একজনও শিক্ষক নেই, তাই সেই স্কুলের মাধ্যমিককে ভালো রেজাল্ট না করাই স্বাভাবিক। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৭ সালে এই এমইকে হাইস্কুলে আপগ্রেড করা হলেও একজনও হাইস্কুলস্তরের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি।

এর জন্য ছাত্রছাত্রী বা স্কুলের শিক্ষকদের ঘাড়ে দোষ চাপানো মোটেই ন্যায়সঙ্গত নয়। সরকারি গাইড লাইন অনুসারে একজন শিক্ষকের বিপরীতে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে হবে। সে দিক থেকেও আনুপাতিক হার মানা হচ্ছে না। ছাত্ররা ঠিকমতো বসার সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছে না। তিনি অভিযোগ করেন, এত ছাত্র সংবলিত স্কুল বন্ধ না করার আবেদন জানান তিনি।উল্লেখ্য, ফুলেরতলের খুনাউ হাইস্কুলে ৮ জন এবং হ্যাপ্পি ভ্যালিতে ৩৩ জন পরীক্ষার্থী ছিল। একজনও উত্তীর্ণ হয়নি।

প্রয়াত দেশের প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটার বসন্ত রাইজি শোকস্তব্ধ বিসিসিআই

মুম্বই, ১৩ জুন (হি.স.): একটা অধ্যায়ের অবসান হয়ে গেল! প্রয়াত হলেন দেশের প্রবীণতম রঞ্জি ক্রিকেটার, ফার্স্ট-ক্লাস ক্রিকেটার বসন্ত রাইজি। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন বসন্ত রাইজি। শনিবার ভোররাত ২.২০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের বাসভবনে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। বসন্ত রাইজির জামাই সুদর্শন নানাবতী জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাত ২.২০ মিনিট নাগাদ ঘুমের মধ্যেই জীবনাবসান হয়েছে বসন্ত রাইজির। রাইট-হ্যান্ড ব্যাটসম্যান বসন্ত রাইজি ১৯৪০ সালে ন"টি ফার্স্ট-ক্লাস ম্যাচ খেলেছিলেন, তাঁর মোট স্কোর ছিল ২৭৭, ৬৮টি সর্বোচ্চ। ১৯৪০ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ারও আগে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। ৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ২৭৭ রান করেছিলেন। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর ৬৮। রঞ্জিতে অবশ্য খেলেছেন আরও আগে। রঞ্জিতে অভিষেক ঘটে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার জার্সিতে। ১৯৩৯ সালে নাগপুরে বেরার ও সেন্ট্রাল প্রভিন্স-এর বিরুদ্ধে যে দল খেলে। ১৯৪১ সালে বিজয় মার্চেন্টের অধীনে মুম্বই যেবার ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে খেলে সেবারেই বসন্ত রাইজি মুম্বইয়ের হয়ে অভিষেক করেন। খেলার পাশাপাশি তিনি পেশায় একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং ক্রিকেটের ইতিহাসবিদও ছিলেন। মুম্বইয়ের জিমখানার মাঠে যেবার ভারত প্রথমবার আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলে, তখন বসন্ত রাইজির বয়স মাত্র ১৩ বছর। চলতি বছরের জানুয়ারিতেই তিনি শতবর্ষ এ পদার্পণ করেছিলেন। সেই সময় শচিন তেন্ডুলকর এবং স্টিভ ওয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন।

প্রবীণতম রঞ্জি ক্রিকেটার বসন্ত রাইজির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বিসিসিআই। গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন শচিন তেন্ডুলকর, যুবরাজ সিং প্রমুখ। শচিন তেন্ডুলকর যখন বসন্ত রাইজির বাড়িতে গিয়েছিলেন সেই ছবি টুইটারে আপলোড করে শোকপ্রকাশ করেছেন লিটিল মাস্টার।

কুলগাম এনকাউন্টারে নিকেশ দু"জন জঙ্গি, উদ্ধার পিস্তল-গ্রেনেড

শ্রীনগর, ১৩ জুন (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু"জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী। কুলগাম জেলার নিপোরা এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। গুলির লড়াই শেষে উদ্ধার করা হয়েছে দু"টি পিস্তল এবং তিনটি গ্রেনেড।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার ভোর থেকে কুলগাম জেলার নিপোরা এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু, জঙ্গিরা আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে গুলি চালাতে থাকে। সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালালে খতম হয় দু"জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি। গুলির লড়াই শেষে উদ্ধার করা হয়েছে দু"টি পিস্তল এবং তিনটি গ্রেনেড।

এদিন সকালে গুলির লড়াই চলে কুলগাম জেলা-অনন্তনাগ জেলা সীমায়। সেনাবাহিনীর রেকর্ড অনুযায়ী ওই এলাকা অনন্তনাগ জেলার অন্তর্গত, কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী ওই এলাকা কুলগাম জেলার অন্তর্গত।

সন্দেহজনক আইডি উদ্ধার! বান্দিপোরা-শ্রীনগর হাইওয়েতে আতঙ্ক

শ্রীনগর, ১৩ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় পোপচান/নাদিহালের কাছে বান্দিপোরা-শ্রীনগর হাইওয়ের ধার থেকে সন্দেহজনক আইইডি (টাইমার লাগানো ছোট গ্যাস সিলিন্ডার) উদ্ধার করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর রোড ওপেনিং পার্টি (আরওপি)। শনিবার সকালে পোপচান/নাদিহালের কাছে উল্লার ভ্যালি কলেজের অদূরে বান্দিপোরা-শ্রীনগর হাইওয়েতে সন্দেহজনক আইইডি পড়ে থাকতে দেখে সেনাবাহিনীর রোড ওপেনিং পার্টি (আরওপি)। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে।

এছাড়াও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বন্ধ করে দেওয়া হয় বান্দিপোরা-শ্রীনগর হাইওয়ে। ফলে রাস্তার উভয় দিকে দাঁড়িয়ে পরে যানবাহন। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড এসে ওই সন্দেহনজক বিস্ফোরক পদার্থটি খতিয়ে দেখে এবং নিষ্ক্রিয় করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিনার কর্পস জানিয়েছে, শনিবার বান্দিপোরায় ইরিন নদী সেতুর কাছে সন্দেহজনক আইইডি দেখতে পায় নিরাপত্তা বাহিনী। যানবাহন চলাচল তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চিন বরাবর ভারতের সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে সেনাপ্রধান

দেহরাদুন, ১৩ জুন (হি.স.): চিন বরাবর ভারতের সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, তবে আলোচনার মাধ্যমে স্থিতাবস্থা আসবেই। জানিয়ে দিলেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণে। শনিবার সকালে দেহরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে ভারতীয় সেনায় যোগ দেন ৩৩৩ জন অফিসার। তার আগে প্যারেডে অংশ নেন ৪২৩ জন অফিসার। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেনাপ্রধান জানান, "আমি প্রত্যেককে আশ্বস্ত করতে চাই, চিন বরাবর আমাদের সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কর্পস কমান্ডার স্তরে আমরা লাগাতার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি এবং স্থানীয় স্তরে কমান্ডার ও সম পদমর্যাদায় বৈঠক চলছে।" সেনাপ্রধান আরও জানান, অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, তবে আমরা আশাবাদী আলোচনার মাধ্যমে স্থিতাবস্থা আসবে। সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ভারত-নেপাল সম্পর্ক প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নরবণে জানিয়েছেন, নেপালের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে, ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় সম্পর্ক রয়েছে।

নেপালের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বরাবরই সুদৃঢ় ছিল এবং ভবিষ্যতেও সুদৃঢ় থাকবে। সেনাপ্রধান অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এদিন জানান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং আমাদের পশ্চিমী প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে বলতে হলে, বলতে হয় আমরা প্রচুর সাফল্য পেয়েছি। বিগত ১০-১৫ দিনের মধ্যে অন্ততপক্ষে ১৫ জন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে সমস্ত সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্যই এই সাফল্য মিলেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তথ্যের ভিত্তিতেই অধিকাংশ অভিযান চালানো হয়েছে, আসলে তাঁরা সন্ত্রাসবাদে বীতশ্রদ্ধ এবং শান্তি চাইছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।